Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
তোমার জন্যও জান্নাত

মুফতী শফী সাহেব রহ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আশরাফিয়া বুক হাউস
অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

/ashrafiabookhouse www.ashrafiabookhouse.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
তোমার জন্যও জান্নাত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
তোমার জন্যও জান্নাত

মূল
মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ.

সংকলন ও গ্রন্থনা

মাওলানা ইকবাল হুসাইন রায়পুরী
তাকমীল (মাস্টার্স) জামেউল উলূম মাদরাসা, মিরপুর-১৪, ঢাকা
ইফতা, জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসা, ঢাকা।

আশরাফিয়া বুক হাউস
অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০২১

হে নারী! তোমার জন্যও জান্নাত

লেখক ❑ মাওলানা ইকবাল হুসাইন রাইপুরী

প্রকাশক ❑ নজরুল ইসলাম

আশরাফিয়া বুক হাউস

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব ❑ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা মাত্র

ঘরে বসেই আশরাফিয়া বুক হাউস-এর সকল বই পেতে ভিজিট করুন- রকমারি, ওয়াফি লাইফ, বই বাজার, রাইয়ান শপ, মাকতাবাতুল ফুলব, সিগনেচার অফ নূর, বইশালা, আল-আমানাহ, ইসলামিক অনলাইন বুকশপ, খিদমাহ শপ, উপকূল শপ।

অথবা

ফোনে অর্ডার করুন 01911006806

ashrafiabook@gmali.com

www.ashrafiabookhouse.com

/ashrafiabookhouse

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্পণ

আমার প্রিয় জীবন সঙ্গিনী–যার সঙ্গতি আমার মনকে সতেজ রাখে,
আর সামান্য সময়ের অনুপস্থিতি আমাকে করে বিরহকাতর।
আমাদের সুন্দর এই জুটির নিপুণতম স্রষ্টা মহান আল্লাহর
কাছে তার সুস্থ, সুন্দর ও পুণ্যময় জীবন কামনা করছি।
কামনা করছি একসাথে জান্নাতি জীবনের।
-জীবন সঙ্গী ইকবাল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বই পড়ার আগে

প্রজাপতি ওড়ে যখন রং-বেরঙের ফুলে ফুলে,
কী যে ভালো লাগে তখন, সবার হৃদয় ওঠে দুলে!
ওই ফুল আর প্রজাপতির মনভুলানো রঙের বাহার,
কে সাজালো অমন করে, কেউ পাবে কি তুলনা তাঁর?
পুব-আকাশে রংধনু-রং সাতটি রঙের জাদুর খেলা;
কার তুলিতে উঠল হেসে ক্ষণিকের ওই খুশির মেলা?
নানান রঙের পাখ পাখালি দেখলে সবার হৃদয় ভরে,
সবুজ ঘাসের চাদরগুলো কে বিছালো থরে থরে?

এই-যে হরেক গাছ গাছালি হাজার রকম জীব-জানোয়ার,
আকাশ-বাতাস, সাগর-নদী, এই মাটি আর উঁচু পাহাড়;
হাজার হাজার বছর ধরে কোটি মানুষ এই দুনিয়ায়–
কার মহিমা এসব কিছু? চলছে এ সব কার ইশারায়!

এসব কিছুর মূলেই আছেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন;
সব কিছুরই খালিক-মালিক, সারা জাহান তাঁর অধীন।
ডাকব তাঁকেই সুখে–দুখে, চাইব সবই তাঁরই কাছে,
অন্ধকারে আলোর দিশা তিনি ছাড়া কে আর আছে?

সমাজে চলমান অনেক নারী এবং পুরুষের আচরণ দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী শুধু পুরুষেরাই করবে এবং আল্লাহর বানানো ও সাজানো জান্নাতেও শুধু পুরুষেরাই প্রবেশ করবে। তাই ইবাদতে সাধনা এবং মুজাহাদাও শুধু পুরুষেরাই করবে, এক্ষেত্রে নারীদের কোনো অধিকার নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং তাঁর বানানো জান্নাতে পুরুষের যেমন অধিকার ঠিক সমান অধিকার নারীদেরও। পুরুষ যেমন আল্লাহর হুকুম পালনে বাধ্য, তেমনই নারীরাও আল্লাহর হুকুম পালনে বাধ্য। পুরুষ যেমন আমল ও আনুগত্য করলে পুরস্কার ও প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের অধিকার হবে আর অবাধ্য হলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে; ঠিক তেমনই নারীরাও আমল ও আনুগত্য করলে জান্নাতের অধিকার হবে আর আল্লাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবাধ্য হলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই সেই সব পুরুষ ও নারীদের ভুল ভাঙ্গানোর জন্যই মূলত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অবতারণা করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সেই সব আয়াত ও তার সংক্ষিপ্ত অথচ চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে যেসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নারীদের সম্বোধন করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং সেসব আয়াতও, যেসব আয়াতে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীকে সমানভাবে সম্বোধন করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন এবং উভয় শ্রেণীর জন্য জান্নাতের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পেশ করেছেন।

গ্রন্থটির আকর্ষণীয় বিষয় হলো, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের আয়াত ও চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণগুলো পুরাপুরিভাবে মুফতিয়ে আজম মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ.-এর তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু পুরোটাই মুফতি শফী রহ.-এর অবদান, আমি শুধু বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো জমা করে গ্রন্থে রূপ দিয়েছি। তবে শেষাংশে হাদিস থেকে কিছু সংযোজন করা হয়েছে বইয়ের পূর্ণাঙ্গতা ও সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে কবুল করুন এবং নারী-পুরুষ সকলের জন্য হেদায়াতের অছিলা বানান। আমীন।

ভুল হয়ে যাওয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয় তাই পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে আন্তরিকতার সাথে শুধরে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

সব শেষে কৃতজ্ঞতা আদায় করছি 'আশরাফিয়া বুক হাউজ' এর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় জনাব নজরুল ইসলাম ভাইয়ের, যার নিরলস চেষ্টা ও শ্রমের বিনিময়ে বইটি পাঠকের হাতে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তার এই খেদমতকে কবুল করুন এবং এটাকে তার ও তার পরিবারের সকলের পরকালে নাজাতের অছিলা বানান। আমীন।

ইকবাল হুসাইন
চরসুবুদ্ধি, রায়পুরা, নরসিংদী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হে নারী! শোনো তোমার ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ	১১
আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা এবং নারীর জান্নাতের ওয়াদা	১৩
সত্য- মিথ্যার পরিণাম	১৪
হে নারী! তুমিও জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী	১৯
হে নারী! দেখে নাও তোমার জান্নাত	২৪
হে নারী! আরও দেখো জান্নাতের চিত্র আর দেখে দেখে মুগ্ধ হও	২৭
জান্নাতে প্রবেশের শর্ত	২৮
হে নারী! দেখে নাও ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত নারীর জান্নাত	২৯
আনন্দের বার্তা	৩০
হে নারী! দেখে নাও ডানদিকের অধিবাসীদের জান্নাতের মুগ্ধকর চিত্র	৩২
হে নারী! দেখে নাও আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ও জান্নাতি নেয়ামতের মুগ্ধকর বর্ণনা	৩৫
কুল বরই	৩৫
জান্নাতের কলা	৩৬
জান্নাতের ছায়া	৩৬
গাছের পাতা থেকে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসবে	৩৮
জান্নাতের পানি	৩৮
জান্নাতের ফলমূল	৪০
জান্নাতের সুউচ্চ বিছানা	৪২
হুর বেশে জান্নাতে দুনিয়ার নারী	৪২
জান্নাতে নারীরা হবে চিরকুমারী	৪৩
স্বামী-স্ত্রী সকলে হবে সমবয়সের	৪৩
হে নারী! শুনে নাও স্বামীর সাথে জান্নাতে যাওয়ার চিত্তকর বর্ণনা	৪৪
স্বামী-স্ত্রীর জান্নাতের বিস্ময়কর চিত্র	৪৫
হে নারী! শুনে নাও জান্নাতে যা চাইবে তা-ই পাওয়ার সুসংবাদ	৪৭
মনচাহি জীবনের জান্নাত কার জন্য	৪৭
মনের সমস্ত কামনা-বাসনা পূরণ করা হবে যেখানে	৪৯
হে নারী, শোনো! ভালো কাজের বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ	৫০
হে নারী! তুমি জান্নাতের রাণী হওয়ার প্রতিযোগিতা করবে না সুন্দরী প্রতিযোগিতা করবে	৫১
নারীদের মনজয় করার একটি চমৎকার হাদিস	৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিষয় পৃষ্ঠা

হে নারী! তোমরা জান্নাতের দৃশ্য দেখো আর প্রতিযোগীতা করো
জান্নাতের জন্য ৫৪
হে নারী! তুমিও জান্নাতের দিকে দৌড়াও ৫৬
জান্নাতের প্রশস্ততা ৫৭
এমন জান্নাত কারা পাবে ৫৮
শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরি নয় ৫৯
আরেকটি রহস্য ৫৯
হে নারী! দেখে নাও অতীত যুগে নারীদের আমলে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত
হওয়ার ঘটনাসমূহ ৬১
রাবেয়া বসরী রহ.-এর আমল ৬১
রাবেয়া শামিয়া রহ.- এর আমল ৬২
সারারাত নামায আদায়কারী ৬৩
আবেদা রেহলার আমল ৬৩
ত্রিশবার হজ্জপালনকারী নারী ৬৩
চল্লিশ বছরের রোজাদার নারী ৬৪
হে নারী! দেখে নাও নারীর নেক কাজের বিনিময়ে জান্নাত ৬৫
হে নারী! তুমিও আল্লাহকে ঋণ দাও পরকালে বহুগুণে পাবে ৬৭
হে নারী! দেখে নাও কেয়ামতের দিন তোমার সামনের নূরের ঝলকানি ৬৮
হে নারী! শোনো জান্নাতে তোমার মর্যাদার কথা ৭২
তেরো গুণ বিশিষ্ট বান্দা-বান্দিদের প্রতিদান ও মর্যাদা ৭৫
হে নারী! শোনো মুমিন নারীর পরিচয় ও জান্নাতের সুসংবাদ ৭৬
হে নারী! তোমার কণ্ঠ সামলাও ৮০
হে নারী! তোমায় তুমি ঢেকে নাও ৮২
হে নারী! শুনে নাও তোমার পবিত্র জীবনের সুসংবাদ ৮৪
পবিত্র জীবনের ব্যাখ্যা ৮৪
হে নারী! তুমি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না ৮৬
হে নারী! শুনে রাখো, তুমি যেমন হবে, স্বামীও পাবে তেমন ৮৭
হে নারী! তুমি তোমার দৃষ্টি নত রাখো আর তোমার সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখো
এটাই তোমার সাফল্যের কারণ হবে ৮৮
হে নারী! তুমি পুরুষ জাতির জন্য ফেতনার কারণ হয়ো না ৯০
হে নারী! দেখো নেককার স্ত্রী ও জান্নাতি নারীর পরিচয় ৯৩
হে নারী! শোনো দুনিয়া থেকে জান্নাত দেখা নারীর ঘটনা ৯৫
শুনুন এই জান্নাত দেখা নারীর ঘটনা ৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
শোনো তোমার ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ
“নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী।”

وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
“ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী।”

وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ
“অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী।”

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ
“সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী।”

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ
“ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী।”

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
“বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী।”

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ
“দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী।”

وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ
“রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী।”

والحَافِظِينَ فُرُوجَهُم وَالحَافِظَات
“যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী।”

وَالذّٰكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرٰتِ
“আল্লাহর বেশি জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী”

أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا
“তাদের জন্য আল্লাহ তৈরি রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার (চিরস্থায়ী জান্নাত)।”[১]

---

১. সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোচ্য আয়াতের অধীনে মুফতি শফী রহ. লেখেন, কুরআনে কারীমে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কুরআনে কারীমের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন কিন্তু সাধারণত সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারী জাতি পরোক্ষভাবে এর অর্ন্তগত। কুরআনে কারীমের সর্বত্র يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এই ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কুরআনে কারীমে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীলোকের নাম কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়নি। যেখানে তাদের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা- امرات فرعون ফেরাউন-পত্নী ও امرات نوح নূহ-পত্নী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, কোনো পিতার সাথে হযরত ঈসার (আ.) সর্ম্পক স্থাপন সম্ভব ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছিল এবং এ কারণেই মরিয়মের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। (আল্লাহপাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।)

কুরআনে কারীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের হীনমন্যতা উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যা-তে নারীরা রাসূল সা. এর কাছে এ মর্মে আবেদন করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহপাক কুরআনের সর্বত্র পুরুষদের উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের নারীদের মাঝে কোনো প্রকার পূণ্য ও কল্যাণই নেই। সুতরাং আমাদের কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা রাদি. থেকে, আবার কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত আছমা বিনতে উনায়স রাদি. থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে। আর এসব হাদিসে এই আবেদন উপরোল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, অল্লাহপাকের সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৎকার্যাবলি, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। এক্ষেত্রে নারী–পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। (সুতরাং পুরুষ হোক বা নারী হোক, যে-ই সৎকাজ করবে এবং পূণ্যের পথে চলবে তার জন্যই রয়েছে ক্ষমা এবং চিরস্থায়ী জান্নাত।)

আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা এবং নারীর জান্নাতের ওয়াদা

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ

"নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী।"

শিক্ষা: এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস নয়। (বরং ঈমান হলো সাধারণ বিশ্বাসের নাম আর ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গভাবে তা কার্যে পরিণত করার নাম। তাই আমাদেরকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচতে হলে খাঁটি মুসলমান হতে হবে অর্থাৎ শরিয়তের সমস্ত বিধিবিধান পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলে সমান।)

وَالْقَٰنِتِينَ وَالْقَٰنِتَٰتِ

"অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী।"

মূলত আয়াতের শব্দদ্বয় قنوت থেকে নির্গত। এর অর্থ শান্তভাবে আনুগত্য করা। যেমন, বলা হয়েছে–

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

'যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না?)[২]

শিক্ষা: আলোচ্য আয়াতাংশে শান্তভাবে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যে নারী বা পুরুষ এমন গুণে গুণান্বিত তার জন্যই ক্ষমা এবং জান্নাত।

وَالصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰدِقَٰتِ

"সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী।"

[২]. সূরা যুমার,আয়াত: ৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিক্ষা: আয়াতাংশে কথাবার্তায় সত্যবাদিতা অবলম্বন করার প্রশংসা করা হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয় গুণ। আর এই কারণেই কোনো সাহাবি জীবনে একবারও মিথ্যা কথা বলেননি। জাহেলি যুগেও নয় আর ইসলাম গ্রহণ করার পরও নয়। সত্য বলা ঈমানের আলামত, মিথ্যা বলা নিফাকের আলামত।

সত্য- মিথ্যার পরিণাম

'যে ব্যক্তি সত্য বলবে সে মুক্তি পাবে। সত্য বলা অপরিহার্য। কারণ সত্য নেকির প্রতি দিক নির্দেশ করে আর নেকি জান্নাতের পথ সুগম করে। মিথ্যা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথ দেখায় আর পাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সদা সত্য বলে ও সত্য অন্বেষণ করে, আল্লাহর কাছে তাকে সিদ্দিক বলে আখ্যায়িত করা হয়। এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা অন্বেষণ করে আল্লাহর দরবারে তাকে মিথ্যাবাদী বলে লেখা হয়।' –[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে জবানের দিক দিয়ে সত্যবাদী হয় এবং ওই ব্যক্তি যে দিলের দিক দিয়ে মাখমুম।" সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ আবেদন করলেন, জবানের দিক দিয়ে সত্যবাদী এটা তো বুঝলাম কিন্তু দিলের দিক দিয়ে মাখমুম দ্বারা উদ্দেশ্য কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন. দিলের দিক দিয়ে মাখমুম ওই ব্যক্তি–

১। যে পরহেজগার,

২। যার দিল পরিষ্কার (তথা যার দিলে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর কল্পনাও নেই)

৩। যার উপর কোনো গুনাহের বোঝা নেই

৪। যার উপর কোনো জুলুমেরও বোঝা নেই এবং

৫। যার অন্তরে কারো প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই।[4]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি নিদর্শন থাকবে

---

[৩] .বুখারী

[৪] .সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস–৪২১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এসবের মধ্য থেকে একটি নিদর্শনও পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকের স্বভাব আছে বলে ধরে নেওয়া হবে, যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে।'

১। যে ব্যক্তির কাছে আমানত রাখলে খেয়ানত করে, সে খাঁটি মুনাফিক।

২। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, সে খাঁটি মুনাফিক।

৩। যে ব্যক্তি ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, সে খাঁটি মুনাফিক।

৪। যে ব্যক্তি ঝগড়ার সময় গালিগালাজ করে, সে খাঁটি মুনাফিক।[৫]

মুনাফিকের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তারা কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।"[৬]

শিক্ষা: সুতরাং নারী-পুরুষ সকলকে কথায় ও কাজে সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে হবে। আয়াতে সত্যবাদিতার প্রশংসা করে এর প্রতি অটল থাকার জন্য পুরস্কার হিসেবে ক্ষমা ও জান্নাতের ঘোষণা করা হয়েছে।

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ

"ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী।"

শিক্ষা: ধৈর্য দৃঢ়তার সুফল। যখন কেউ এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, ভাগ্যলিপির লিখন অবশ্যম্ভাবী, তার পক্ষে বিপদে ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, আমি অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করব সুতরাং তখন যে ধৈর্যধারণ করতে পারবে, তার প্রতি আল্লাহর সাহায্য অবারিত থাকবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۝ وَ
لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا
تَشْعُرُوْنَ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ
وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ۝ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ

[৫]. সহীহ বুখারী, হাদিস–৩৪)

[৬]. সূরা নিসা,আয়াত – ১৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

'হে মুমিন (নারী-পুরুষ)গণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[৭] আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'[৮] (নারীরা সামান্য কষ্টেই অধৈর্য হয়ে যায়। কারণ নারীদের মন খুব নরম এবং কোমল হয়, তাই তারা সামান্য কষ্ট সহ্য করতে পারে না। এজন্যই দেখা যায়, সামান্য বিপদ-আপদ কিংবা দু:খ-দুর্দশা আসলে তারা হায়-হুতাশ করতে থাকে। ছেলেমেয়ে, সন্তানাদির কিছু হলে নার্ভাস হয়ে পড়ে। অথচ বিপদ-আপদ কিংবা দু:খ-দুর্দশা যার কাছ থেকে আসছে তাঁর দিকে রুজু হয়ে নিজেকে তাঁর কাছ সোপর্দ করা, তাঁর কাছ থেকে এর বিনিময়ে প্রতিদান পাওয়ার আশায় সবর করার কথা ভুলে যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে মুমিন নারী-পুরুষ সকলকে বিপদে-আপদে ধৈর্য ধরার প্রতি উৎসাহিত করে পুরস্কার হিসেবে আয়াতের শেষে ক্ষমা ও জান্নাতের ঘোষাণা করা হয়েছে।)

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ

"বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী।"

শিক্ষা: অর্থাৎ আন্তরিক প্রশান্তি, একাগ্রতা ও বিনম্রতা। কোনো ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয় স্থান পেলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন, বলা হয়েছে—

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

অন্তরে এমন বিনম্রতা সৃষ্টি করে তুমি আল্লাহর ইবদাত করো, যেন তুমি

---

[৭] পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ নেককারদের সাথে আছেন, ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ইত্যাদি বলা হয়েছে। তিনি আরশের উপর থেকেও বান্দাকে সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে তার সাথে রয়েছেন বলে বুঝে নিতে হবে।

[৮]. সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩-১৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে দেখছ- আর তুমি তাকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন। অতএব প্রথম অবস্থার সৃষ্টি না হলেও এই পরিস্থিতিতেও অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হওয়া জরুরি তা অবশ্যই হতে হবে। (সারকথা, ইবাদতে যেমন একাগ্রতা ও বিনীতভাব তৈরি করতে হবে, তেমনই সমাজে চলার ক্ষেত্রেও মানুষের সাথে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করতে হবে। আলোচ্য আয়াতাংশে এরই প্রশংসা করে এর উপর অটল ব্যক্তির জন্য আয়াতের শেষে ক্ষমা ও জান্নাতের ঘোষণা করা হয়েছে।)

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ

"দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী।"

শিক্ষা: আল্লাহর আনুগত্য লাভ ও তাঁর বান্দাদেরকে উপকৃত করার জন্য দুর্বল ও এমন মুখাপেক্ষীদের প্রতি অনুগ্রহ করা, যারা নিজেরাও উপার্জন করতে পারে না এবং তাদের এমন লোকও নেই যারা তাদেরকে উপার্জন করে দিতে পারে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশের নিচে বিশেষ ছায়ায় স্থান দেবেন। সেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে এক প্রকার লোক হলো তারা যারা এমনভাবে গোপনে সদকা বা দান করে যে, বাম হাত পর্যন্ত জানতে পারে না ডান হাত কী খরচ করেছে। (আলোচ্য আয়াতে এমন নারী ও পরুষেরই প্রশংসা করে এর উপর অটল থাকার জন্য আয়াতের শেষাংষে ক্ষমা ও পুরস্কারের ঘোষোণা করা হয়েছে।)

وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ

"রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী।"

শিক্ষা: মানব প্রবৃত্তি দমন করার জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হলো সাওম বা রোজা। যেমন, বলা হয়েছে- 'হে যুবক দল! তোমাদের মধ্য থেকে যে বিবাহ করতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা এটা চক্ষুকে হেফাজত করে এবং লজ্জাস্থানকে অধিক সংরক্ষণ করে। আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে। এটা তার পক্ষে খাসি হওয়ার ন্যায় কার্যকরী।' (আর যেহেতু রোযা প্রবৃত্তি দমনের সর্বাপেক্ষা অধিক কাযকরী ব্যবস্থা তাই আল্লাহ তা'আলা "রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী"র প্রশংসা করে তাদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতের ঘোষণা করেছেন।)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُم وَالْحَافِظَاتِ

"যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী।"

শিক্ষা: অর্থাৎ অবৈধ ও হারাম থেকে নিজ লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী পুরুষ এবং হেফাজতকারী নারী।

وَالذّٰكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ

"আল্লাহর বেশি জিকিরকারী পুরুষ ও বেশি জিকিরকারী নারী।"

শিক্ষা: হযরত আবু সাইদ খুদরী রাদি. বলেন, একবার আমি নবী কারীম সা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কোন বান্দার মর্যাদা সবচে বেশি হবে? তিনি বললেন– "আল্লাহর বেশি জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী।"

أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا

"তাদের জন্য আল্লাহ তৈরি রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"

নারী-পুরুষের পুরস্কার: আলোচ্য আয়াতে যেসব সৎগুণের অধিকারী পুরুষ ও নারীদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের জন্য বিনিময় হিসেবে চিরস্থায়ী সুখের জায়গা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন[১]

[১]. সূত্র:তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১০৮০, তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইফাবা অনুবাদ, খণ্ড: ৯ পৃষ্ঠা: ৯৫-১০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
তুমিও জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَ الَّذِيْنَ
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَ الَّذِيْنَ
هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْعٰدُوْنَ ۝٧ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَ الَّذِيْنَ هُمْ
عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"অবশ্যই মুমিন (নারী–পুরুষ)গণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিরত থাকে। আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত, যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান। আর যারা নিজেদের নামাযসমূহ হিফাজত করে। তারাই হবে উত্তরাধিকার। তারা হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" [১০]

পূর্বে মুফতি শফী সাহেব রাহ. এর আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে যে, কুরআনে কারীমে মুমিন দ্বারা মুমিন নারী-পুরুষ সকলে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী-পুরুষ সকলের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হওয়ার সাতটি গুণের বর্ণনা দিয়েছেন।

[১০]. সূরা মুমিনূন, আয়াত: ১-১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম গুণ: নামাযে 'খুশু' তথা বিনয়ী নম্র হওয়া–'খুশু'র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকত উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ -প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা।–[১১]

দ্বিতীয় গুণ: অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা।

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

اللَّغْو –এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা অনর্থক কাজ, যা-তে কোনো ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচুঁস্তরের গোনাহ যা-তে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই; বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা, এটা হলো নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রাসূল সা. বলেছেন "মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে। এ কারণেই আয়াতে একে পরিপূর্ণ মুমিনের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ: সময় মতো সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা।

যাকাত এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলে।

لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

আলোচ্য আয়াত দ্বারা যাকাতের এর দুটি অর্থ নেওয়া যায়। যদি এর দ্বারা পারিভাষিক যাকাত বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে যাকাত যে মুমিনের উপর ফরজ তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। (তাই মানুষ তখনই পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে যখন সে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করবে।) পক্ষান্তরে এখানে যদি যাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হয় তাহলে তা-ও ফরজই। কেননা, শিরক, রিয়া অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলে। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গুনাহ। সুতরাং খাঁটি মুমিন হতে হলে নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরজ।

---

[১১]. বয়ানুল কুরআন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থ গুণ : যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরিয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পুরা করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোনো অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পুরা করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। (এ তো ছিল পুরুষের কথা। আর নারীর বেলায়ও তারা যেন নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কারও সাথে কিংবা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপন করে কারও সাথে কামবাসনা পুরা করতে উদ্বুদ্ধ না হয়; বরং নিজেকে এ থেকে পুরাপুরি রক্ষা করে চলে। এমন নারী–পুরুষকেই আয়াতে মুমিন বলা হয়েছে। এবং এমন মুমিনের জন্যই জান্নাতের উত্তরাধিকারীর ঘোষণা রয়েছে।)

পঞ্চম গুণ : আমানত প্রত্যাবর্তন করা।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়– হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকুকুল–ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক।

আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে,শরিয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা।

বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা বলা বাহুল্য অর্থাৎ কেউ কারও কাছে টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়িত্ব। এ ছাড়া কেউ কোনো গোপন কথা কারও কাছে বললে তা-ও আমানত। শরিয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজদুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকুরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজ-ই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কাম চুরি ও সময় চুরিও বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাজত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠগুণ: অঙ্গীকার পুরা করা।

অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝায়, যা কোনো ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পুরা করা ফরজ এবং এর বিপরীত করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়, অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন আরেকজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পুরা করাও শরিয়তের আইনে জরুরি এবং ওয়াজিব। হাদিসে আছে,'ওয়াদা এক প্রকার ঋণ।' ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব তেমনি ওয়াদা পুরা করাও ওয়াজিব। শরিয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে এর বিপরীত করা গোনাহ। উভয়প্রকার অঙ্গীকারের মাঝে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পুরা করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে, কিন্তু একতরফা ওয়াদা পুরা করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিতে একে পুরা করা ওয়াজিব এবং শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত এর বিপরীত করা গুনাহ।

সপ্তম গুণ: নামাযে যত্নবান হওয়া।

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ হলো, নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা।–(রুহুল মা'আনী) এখানে صَلَوٰتِ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দী সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে .শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামায ফরয হোক অথবা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক – নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়ী–নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লেখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধিবিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে পরিপূর্ণ মুমিন এবং ইহকালে ও পরকালের সাফল্যের অধিকারী। এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাবন্দী ও নিয়ম–নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা–আপনি নামাযির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ

উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত নারী-পুরুষদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনই এসব গুণের অধিকারী নারী-পুরুষের জন্যও জান্নাতে প্রবেশ সুনিশ্চিত।

قَدْ أَفْلَحَ -বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলি পুরাপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, পুরাপুরি সাফল্য এবং প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।[১২]

সারকথা, উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত হওয়ার হুকুম নারী-পুরুষ সকলের জন্য। সুতরাং পুরুষ কিংবা নারীদের মধ্যে যারাই উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত হবে সেসব পুরুষ এবং সেসব নারী সকলে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং জান্নাতের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করবেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদের সকলকে এইসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

[১২]. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন অবলম্বনে, পৃষ্ঠা: ৯১২-৯১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
দেখে নাও তোমার জান্নাত

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿۳۹﴾ مَنْ
عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ
هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

"এ দুনিয়ার জীবন কেবল ক্ষণকালের ভোগ; আর নিশ্চয় আখেরাতই হলো স্থায়ী আবাস'। কেউ পাপ কাজ করলে তাকে শুধু পাপের সমান প্রতিদান দেওয়া হবে আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে অগণিত রিজিক দেওয়া হবে।" [১৩]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী ও পুরুষ সকলকে এই হেদায়াত করছেন যে, দুনিয়ার জীবন কয়েকদিনের মাত্র সুতরাং এটাতে মন লাগিয়ো না। আর আখেরাতের জীবন স্থায়ী, এমন স্থায়ী যার কোনো বিলুপ্তি নেই এবং তার সীমা সম্পর্কেও কেউ জানে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জায়গায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা বলে মানুষকে হেদায়াত করেছেন। যেমন, বলেছেন–

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي
الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ
رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

'তোমরা জেনে রাখো যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা–সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব–অহঙ্কার এবং ধন–সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র।

---

[১৩]. সূরা মুমিন, আয়াত: ৩৯-৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে (অবাধ্যদের জন্য) আছে কঠিন আজাব এবং (সৎকর্মশীল নারী-পুরুষের জন্য আছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।'[১৪]

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী।'[১৫]

এভাবে দুনিয়ার নিন্দা করে মুমিন নারী-পুরুষকে আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাতের ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী-পুরুষের জন্য জান্নাতের মনোরম দৃশ্য চিত্রায়িত করে বলেন–

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

'এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল!'[১৬]

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ

---

[১৪] সূরা হাদীদ, আয়াত: ২০

[১৫] সূরা আলা, আয়াত: ১৬-১৭

[১৬] সূরা কাহাফ, আয়াত: ৩১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مُّصَفًّى ۚ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ

'আল্লাহ:ভীরু দের (নারী ও পুরুষ) যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, 'তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝরর্নাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্নাধারা।' তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে আরও থাকবে ক্ষমা।'[১৭]

[১৭].সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

আরও দেখো জান্নাতের চিত্র আর দেখে দেখে মুগ্ধ হও

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۷﴾ ذَوَاتَآ
اَفْنَانٍ ﴿۴۸﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۹﴾ فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ ﴿۵۰﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۱﴾ فِیْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿۵۲﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۳﴾ مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَ جَنَا الْجَنَّتَیْنِ
دَانٍ ﴿۵۴﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۵﴾ فِیْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ
اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنٌّ ﴿۵۶﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۷﴾ كَاَنَّهُنَّ الْیَاقُوْتُ وَ
الْمَرْجَانُ ﴿۵۸﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۹﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا
الْاِحْسَانُ ﴿۶۰﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۱﴾ وَ مِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿۶۲﴾ فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۳﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿۶۴﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۵﴾ فِیْهِمَا
عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿۶۶﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۷﴾ فِیْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ
رُمَّانٌ ﴿۶۸﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۶۹﴾ فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿۷۰﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۱﴾ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ ﴿۷۲﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۳﴾ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَآنٌّ ﴿۷۴﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۵﴾ مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ ﴿۷۶﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۷۷﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ﴿۷۸﴾

'আর যে (নারী বা পুরুষ কিয়ামতের দিন) তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য থাকবে দুটি উদ্যান (জান্নাত)। উভয় উদ্যানই থাকবে বহু ফলদার শাখাবিশিষ্ট। উভয়ের মধ্যে থাকবে দুটি ঝর্ণাধারা যা প্রবাহিত হবে। উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল থেকে থাকবে দু' প্রকারের। সেখানে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় তারা হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকবে এবং উভয় উদ্যানের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফল–ফলাদি তাদের নিকটে ঝুলবে। সেখানে থাকবে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি সীমিতকারী মহিলাগণ, যাদেরকে ইতোপূর্বে স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ আর না কোনো জিন। তারা যেন হীরা ও প্রবাল। উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে?

আর ওই দুটি উদ্যান ছাড়াও আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে। উভয়টি গাঢ় সবুজ। এ দুটিতে থাকবে অবিরাম ধারায় উচ্ছলমান দুটি ঝরর্ণাধারা। এ দু'টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার। সেই উদ্যানসমূহে থাকবে উত্তম চরিত্রবতী অনিন্দ্য সুন্দরীগণ। তারা হুর, তাঁবুতে থাকবে সুরক্ষিতা। তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে (মুমিন নারী এবং মুমিন পুরুষ) তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে? তোমার রবের নাম বরকতময়, যিনি মহা মহিম ও মহানুভব।'[১৮]

জান্নাতে প্রবেশের শর্ত

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে مَقَامَ رَبِّهِ বলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে হিসাবের জন্য উপস্থিত হওয়া বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং দুনিয়াতে কৃত সমস্ত কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে গোনাহের ধারে কাছেও যাবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোনো কোনো তাফসীরবিদ مَقَامَ رَبِّهِ এর এরূপ তাফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কথা, কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশোনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ তা'আলার এই ধ্যানও মানুষকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

সুতরাং এমন ধ্যান-খেয়াল নিয়েই যে পুরুষ কিংবা নারী জীবন যাপন করবে এবং এর উপরই মারা যাবে তাদের জন্যই আয়াতে এমন মুগ্ধকর ও সুখকর চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ।[১৯]

---

১৮. সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৪৬-৭৮

১৯. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন অবলম্বনে পৃ. ১৩২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

দেখে নাও ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত নারীর জান্নাত

নারী হোক বা পুরুষ, প্রত্যেকের হাতে কেয়ামতের দিন তার আমলনামা দেওয়া হবে। সুতরাং কেয়ামতের দিন যে নারী বা পুরুষের আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে হবে চিরসৌভাগ্যের অধিকারী। তার আমলনামা নিয়ে সে হাসিমুখে উৎফুল্ল হয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। ডান হাতে যাদের আমলনামা দেওয়া হবে তাদের সেই সৌভাগ্যের কথা এবং তাদের জান্নাতের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَّ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا
دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَ انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ
يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَّ الْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ
يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَاَمَّا مَنْ
اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ
حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾
كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

"যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, একটি মাত্র ফুঁক। এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে। এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে ঊর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কিছু গোপন থাকবে না। অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'নাও! তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' অতঃপর সে সুখী জীবনযাপন করবে। (সে থাকবে) সুউচ্চ জান্নাতে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার ফলসমূহ থাকবে অবনমিত (এই জান্নাতের ফলরাশি জান্নাতীদের এত নিকটে ঝুঁকে থাকবে যে, খাটের উপর শুয়ে শুয়েও তা আহরণ করতে পারবে)। (তাদেরকে বলা হবে,) বিগত দিনে তোমরা যা (নেকি ও পূণ্য) পাঠিয়েছিলে, তার প্রতিদানে (আজ) তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে।"[২০]

আনন্দের বার্তা

আলোচ্য আয়াতে মুমিন নারী-পুরুষকে আনন্দের বার্তা প্রদান করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় প্রণীধানযোগ্য যে, ডানহাতে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তি সেদিন এই বলেও আনন্দ প্রকাশ করবে যে–

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

দুনিয়ার জীবনে আমি বিশ্বাস করতাম যে, 'এই দিনে আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে।"[২১]

এরপরের আয়াতেই বলা হয়েছে–

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

'এইসব লোকেরা সুমহান জান্নাতে সন্তোষজনক জীবনযাপন করবে।' সুতরাং বোঝা যায়, যারা আখেরাতে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রবল ভয় রাখবে এবং সেভাবে জীবন চালাবে তারাই এমন আনন্দের বার্তার অধিকারী। আর বলা বাহুল্য যে, নারী হোক বা পুরুষ হোক সকলেই এই বার্তার অধিকারী হতে পারে।

বি: দ্র : শেষের আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করবার পর জান্নাতিদের সম্মানার্থে বলা হবে, 'অতীত জীবনের কৃতকর্মের বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।' অন্যথায়

[২০]. সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৩-২৪
[২১]. সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেউ আমল দ্বারা জান্নাতে যেতে পারবে না। এক হাদিসে আছে যে, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমরা আমল করো, সঠিক পথে চল এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের আমল তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।' সাহাবাগণ রাদি. আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও কি? রাসূল সা. বললেন, না। আমাকেও না, তবে আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে সিক্ত করবেন।'[২২]

[২২]. সূত্র: তাফসীরে ইবনে কাছীর অবলম্বনে, খণ্ড–১১, ইফাবা অনুবাদ, পৃষ্ঠা: ২৪৮-২৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

দেখে নাও ডানদিকের অধিবাসীদের জান্নাতের মুগ্ধকর চিত্র

وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۬ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَ
اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۬ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾ وَ السّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾
اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ قَلِيْلٌ
مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾
يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۬ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ
مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا
يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ
اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا
وَّ لَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا

'আর তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন দলে। সুতরাং ডান দিকের দল, ডান দিকের দলটি কত সৌভাগ্যবান! আর বাম দিকের দল, বাম দিকের দলটি কত হতভাগা! আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। তারাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। তারা থাকবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহে। একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, আর অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। স্বর্ণ ও দামি পাথরখচিত আসনে! তারা সেখানে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে মুখোমুখি অবস্থায়। তাদের আশ-পাশে ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা, পানপাত্র, জগ ও প্রবাহিত ঝরনার শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, তা পানে না তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর না তারা মাতাল হবে। আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমতো ফল নিয়ে। আর পাখির গোশতো নিয়ে, যা তারা কামনা করবে। আর থাকবে ডাগরচোখা হুর, যেন তারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরক্ষিত মুক্তা, তারা যে আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ। তারা সেখানে শুনতে পাবে না কোনো বেহুদা কথা, এবং না পাপের কথা; শুধু এই বাণী ছাড়া, 'সালাম, সালাম' শান্তি, শান্তি।'[২৩]

তারপরের আয়াতে ডানদিকের অধিবাসীদের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরও চমৎকারভাবে বলেন—

وَاَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ۙ۬ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ؕ

"যারা ডান দিকে থাকবে (যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, যারা হবে নেককার, পরহেযগার ও আল্লাহভীরু মুমিন।) তারা কত ভাগ্যবান।"

فِیۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ ۙ

"তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষ।"

وَّطَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ۙ

"(আরো আছে,) কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।"

وَّظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ۙ

"আছে সম্প্রসারিত ছায়া।"

وَّمَآءٍ مَّسۡکُوۡبٍ

"আছে সদা প্রবাহমান পানি।"

وَّفَاکِهَةٍ کَثِیۡرَةٍ ۙ

"আছে প্রচর ফলমূল।"

لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ وَّلَا مَمۡنُوۡعَةٍ ۙ

"যা শেষ হবার নয় এবং যা নিষিদ্ধও হবে না।"

وَّفُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ ؕ

"আর আছে উঁচ শয্যাসমূহ।"

اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً ۙ

"(আর আছে লাস্যময়ী রমণী) যাদেরকে আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি।"

---

২৩. সূরা ওয়াকিয়া,আয়াত: ৭-২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ

"তাদেরকে করেছি আমি চিরকুমারী।"

عُرُبًا اَتْرَابًا ۙ

"করেছি সোহাগিনী, সমবয়স্কা।"

لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ

"ডান দিকের লোকদের জন্য।"[২৪]

নিম্নে আয়াতগুলোতে বর্ণিত জান্নাতি নেয়ামতসমূহের মুগ্ধকর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পেশ করা হলো।

---

[২৪]. সূরা ওয়াকিয়া: ২৭-৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

দেখে নাও আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ও জান্নাতি নেয়ামতের মুগ্ধকর বর্ণনা

ইবনে কাসীর রহ. বলেন, কেয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। এক দল আরশের ডান দিকে থাকবে। তারা আদম আ. এর ডান পাঁর্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের সকলের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া দেওয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতি । দ্বিতীয় দল আরশের বাম পার্শ্বে থাকবে। তারা আদম আ. এর বাম পাঁর্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল। এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামি । তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। যারা আরশাধিপতির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দিক, শহীদ ও অলিগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

কুল বরই

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ যারা আসহাবুল ইয়ামীন তথা ডান দিকের অধিবাসী, কিয়ামতের দিন তারা কী প্রতিদান ও পুরস্কার লাভ করবে তা শ্রবণ করো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার বিবরণ দিয়ে বলছেন—

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

(সেখানে আছে, কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ)

অর্থাৎ আসহাবুল ইয়ামীনদেরকে যে জান্নাত দান করা হবে তাতে থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষ। মাখদূদ, এমন বৃক্ষ যা-তে কোনো কাঁটা নেই, এবং ফলের ভারে নুইয়ে গেছে ।

মোটকথা, দুনিয়ার কুল (বরই) বৃক্ষ যেমন পরিমাণে কম হয় এবং বৃক্ষ হয় কাঁটাযুক্ত, জান্নাতের কুল বৃক্ষ তেমন হবে না; বরং কুল বৃক্ষ এক দিকে যেমন কণ্টকহীন, তেমনই তার ফলও হবে প্রচুর।

সাহাবি হযরত সালীম ইবনে আমীর রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ বলাবলি করতেন যে, বেদুঈন (গ্রাম্য) লোকদের রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করায় আমাদের বড় উপকার হতো। একদিন এক গ্রাম্যলোক এসে জিজ্ঞেস করল , "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ দেবেন বলেছেন, যা জান্নাতিদেরকে কষ্ট দেবে!"

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তা আবার কোন্ বৃক্ষ?"

লোকটি বলল , "কুল বৃক্ষ! কারণ কুল বৃক্ষের কাঁটা মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কেন, আল্লাহ তা'আলা কি فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (সেখানে আছে, কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ) বলেননি?

জান্নাতের কুল বৃক্ষ থেকে কাঁটা ছাড় করে প্রতিটি কাঁটার স্থানে আল্লাহ তা'আলা একটি করে ফল সৃষ্টি করেছেন। তার প্রতিটি কুলের বাহাত্তর প্রকার স্বাদ হবে। একটির সাথে আরেকটির মিল থাকবে না।" সুবহানাল্লাহ!

অন্য বর্ণনায় বলেন, "তাতে (কুল বৃক্ষে) সত্তর বর্ণের খাদ্য থাকবে। একটির বর্ণের সাথে আরেকটির বর্ণের কোনো মিল থাকবে না।"

জান্নাতের কলা

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ.

"এবং কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।"

মানদূদ অর্থ এমন বৃক্ষ যার ফল একটি আরেকটির সাথে লাগা থাকে। কুরাইশদের নিকট এই দুটি ফল বেশি পছন্দনীয় ছিল বিধায় পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে এই দুটি ফলবৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, "জান্নাতের কদলী বৃক্ষ দুনিয়ার বৃক্ষের ন্যায়ই হবে। কিন্তু তার ফল হবে মধুর চেয়ে মিষ্টি।"

জান্নাতের ছায়া

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ.

"আর সম্প্রসারিত ছায়া।"

বুখারী রহ. হযরত আবু হুরাইরা রাদি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যার ছায়া দ্রুতগামী কোনো বাহন একশো বছর ধরে ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমাদের ইচ্ছা হলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ আয়াতটি পড়ে দেখো।"

তাফসীরকার ইবনে জারীর রহ. হযরত আবু হুরাইরা রাদি. থেকে বর্ণনা করেন, "জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, যার ছায়া একটি দ্রুতগামী অশ্ব একশো বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না। তোমাদের ইচ্ছা হলে . وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ.এই আয়াতটি তিলাওয়াত করো।" হযরত কা'ব রাদি. একথা শুনে বললেন, "আবু হুরাইরা রাদি. ঠিকই বলেছেন, আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর তাওরাত এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরআন নামিয়েছেন, যদি কেউ দ্রুতগামী একটি উটের পিঠে চড়ে সেই গাছটি অতিক্রম করতে চায়, তাহলে চলতে চলতে একদিন সে দুর্বল হয়ে পড়ে যাবে, কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে তা রোপণ করেছেন। এবং তাতে প্রাণ দান করেছেন এবং তার ডালপালা জান্নাতের বাইরে চলে গেছে। গাছটির গোড়া থেকে জান্নাতের সবক'টি নদী প্রবাহিত হয়েছে।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের প্রতিটি গাছের ডাল সোনার তৈরি।"

ইবনে আবু হাতিম রহ. আমর ইবনে মায়মূন রহ. থেকে বর্ণনা করেন। আমর ইবনে মায়মূন وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতের গাছের ছায়া সত্তর হাজার বছরের দূরত্ব বিস্তৃত হবে। সুবহানাল্লাহ!

ইবনে জারীর রহ. বর্ণনা করেন, আমর ইবনে মায়মূন রহ. বলেছেন, "জান্নাতের গাছের ছায়া পাঁচ লাখ বছরের দূরত্ব-ব্যাপী বিস্তৃত হবে।"

হযরত যাহ্‌হাক, সুদ্দী ও আবু হারযা রহ. وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, "জান্নাতের গাছের নিচের সুবিস্তৃত ছায়া কখনো শেষ হবার নয়। সেখানে না পড়বে সূর্যের কিরণ আর না লাগবে সূর্যের তাপ। সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন থাকে সেখানে সর্বক্ষণ তেমন অবস্থা বিরাজ করবে।"

হযরত ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন, "সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মাঝামাঝি প্রকৃতি যেমন থাকে, জান্নাতে সর্বাবস্থায় তেমন অবস্থা বিরাজ করবে।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গাছের পাতা থেকে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসবে

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ "জান্নাতের এমন একটি গাছ যার ছায়া চতুর্দিকে একশো বছরের রাস্তা-ব্যাপী বিস্তৃত। তার ছায়ায় বসে জান্নাতীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে। আলোচনা-প্রসঙ্গে তাদের দুনিয়ার ক্রীড়া-কৌতুক, খেল-তামাশা ও আনন্দ-উৎসবের কথা মনে পড়বে। ইতেমধ্যে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা সেই গাছটিকে দোলা দেবে। আর তাতেই দুনিয়ার গান-বাদ্যের রাগ রাগিণী ও নূপুর-নিক্বণের মন মাতানো আওয়াজ আসতে থাকবে।"

জান্নাতের পানি

وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ.

"এবং সদা প্রবাহমান পানি।"

হযরত সুফিয়ান সওরী রহ. বলেন, "জান্নাতের পানি খননকৃত নালা দিয়ে নয় বরং সমতল ভূমিতে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবাহিত হয়।" জান্নাতিদের পানি সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا

"সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফূর— এমন একটি প্রস্রবণের যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।[২৫]

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ অর্থাৎ, সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ-কাফূর। বলা বাহুল্য যে, কাফূর মিশ্রিত জান্নাতের এই পানীয় অত্যন্ত সুঘ্রাণযুক্ত ও ঠাণ্ডা হবে। কাফূর এমনিতেই ঠাণ্ডা ও সুঘ্রাণযুক্ত হয়ে থাকে। তদুপরি জান্নাতের পানীয় হিসেবে তা অত্যন্ত সুস্বাদু হবে।

يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا অর্থাৎ পানি পান করার জন্য প্রস্রবণের কাছে আসার প্রয়োজন হবে না; বরং আল্লাহর বান্দাগণ নিজেদের প্রাসাদে, বাগ-বাগিচায়, বৈঠকখানায়—মোটকথা, যখন যেখানে ইচ্ছা তা প্রবাহিত করতে পারবে।

২৫. সূরা দাহর, আয়াত: ৫-৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জান্নাতের পানীয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে আরো বলেন—

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا

"তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের (আয়নার) মতো স্বচ্ছ পানপাত্রে।"

قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا

"রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।"

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا

"সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়।"

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا

"জান্নাতের এমন প্রস্রবণের, যার নাম সালসাবীল।"

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

"তাদেরকে পরিবেশন করবে চিরকিশোরেরা, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।"[২৬]

মোটকথা, সৎকর্মশীল জান্নাতিদেরকে কখনো কাফূর-মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানীয় পান করানো হবে, আবার কখনো যানজাবীল-মিশ্রিত গরম পানীয় পান করানো হবে। আর যারা পানীয় পরিবেশন করবে, তারা হবে কিশোর, তারা চিরকাল একই রকম থাকবে। তাদের কৈশোরে কখনো কোনো পরিবর্তন আসবে না এবং তাদের বয়সও বাড়বে না। তাদের দেখলে মনে হবে, যেন তারা বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায় এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের চেহারা, গায়ের রং, পোশাক ও অলংকারাদি ঠিক মুক্তারই ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে।

হযরত ইবনে আমর রাদি. বলেন, "এক একজন জান্নাতির সেবায় এক হাজার খাদেম নিয়োজিত থাকবে। তাদের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কাজ আঞ্জাম দেবে। অর্থাৎ এক হাজার জন খাদেম এক হাজার রকম সেবায় তৎপর থাকবে।" সুবহানাল্লাহ! [২৭]

---

[২৬]. সূরা দাহর আয়াত: ১৫-১৯
[২৭]. ইবনে কাসীর সূরা 'দাহর' এর তাফসীর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জান্নাতের ফলমূল

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

"থাকবে প্রচুর ফল-ফলাদি।"

অর্থাৎ, জান্নাতিদের নিকট থাকবে রং-বেরঙের প্রচুর ফল-ফলাদি।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ؕ

অর্থাৎ যখনই জান্নাতিদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হতো এ তো তা-ই দেখা যাচ্ছে।' মূলত তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে। অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে যে ফল-ফলাদি দেওয়া হবে, আকার-আকৃতিতে সেগুলো দুনিয়ায় রিজিকস্বরূপ দানকৃত ফলের মতোই হবে, কিন্তু স্বাদ হবে ভিন্ন এবং প্রত্যেক ফলেরই ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ থাকবে।

সিদরাতুল মুনতাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তার পাতাগুলি হাতির কানের ন্যায় এবং তার এক একটি ফল হিজ্‌রঅঞ্চলের মটকার ন্যায় বড়।"

বুখারী ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ লাগার পর লোকদেরকে সাথে নিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েন। নামায শেষে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখলাম যে, এই স্থানে দাঁড়িয়ে আপনি কী যেন ধরতে চাইলেন, আবার পেছন দিকে সরে আসলেন। (ব্যাপারটা কী?)' উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি তখন জান্নাত দেখতে পেয়ে তার একটি আঙ্গুরের থোকা ধরতে চেয়েছিলাম। যদি ধরতে পারতাম তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা সকলে তা থেকে খেতে পারতে।'

ইমাম আহমাদ রহ. বর্ণনা করেন, হযরত উতবা ইবনে আবদে সুলামী রাদি. বলেন, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের ভেতর আঙ্গুরের থোকা কত বড় হবে?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'একটি কালো কাক এক মাস ভ্রমণ করে যতদূর যেতে পারে, জান্নাতের একটি আঙ্গুরের থোকা তত বড়।'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'গাছটির ডাল কতটুকু মোটা হবে?'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি একটি উটের বাচ্চা ছেড়ে দাও যে, তা গাছের চতুর্দিকে অবিরাম দৌড়াতে থাকবে। তো তোমার উট দুর্বল হয়ে পড়ে যাবে কিন্তু গাছের প্রশস্ততা শেষ হবে না।'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'আঙ্গুরের দানা কত বড় হবে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার আব্বা কি কখনো মোটা তাজা একটি বকরি জবেহ্ করে তার চামড়া খসে তোমার মায়ের হাতে দিয়ে বলেনি যে, নাও, এটা দিয়ে মশক বানিয়ে লও?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বুঝে নাও যে, জান্নাতের একটি আঙ্গুর ঠিক এতটুকু বড় হবে।' (অর্থাৎ একটি মটকা বা মশকের সমান।) লোকটি তখন বলল, 'তাহলে তো তার একটি দানা আমি এবং আমার পরিবারের সকলে পেট ভরে খেতে পারব?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার পাড়া-প্রতিবেশীরা সকলে তৃপ্তিসহ খেতে পারবে।'

لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ

অর্থাৎ জান্নাতের ফল কোনো মওসুমেই শেষ হবে না। যে-কোনো মওসুমেই যে কোনো ফল পাওয়া যাবে। যে যখন যে ফলই খেতে চাবে, তখনই সে তা তার সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। কোনো কিছুই তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদা রহ. বলেন, কাঁটা, দূরত্ব বা অন্য কোনো কারণে জান্নাতের ফল আহরণে জান্নাতিদের কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না।

জান্নাতের ফলের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কেউ যদি জান্নাতের একটি ফল আহরণ করে তার পরিবর্তে সেখানে আরেকটি ফল সৃষ্টি হয়ে যাবে।" সুবহানাল্লাহ!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জান্নাতের সুউচ্চ বিছানা

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ

"জান্নাতে উঁচু উঁচু নরম ও আরামদায়ক বিছানা থাকবে।"

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পৃথিবী থেকে আকাশ যতটুকু উঁচু, জান্নাতের বিছানা ততটুকু উঁচু হবে। আর আকাশ ও যমিনের মাঝে দূরত্ব হলো পাঁচশো বছরের রাস্তা।"

হুর বেশে জান্নাতে দুনিয়ার নারী

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً

"(আর আছে লাস্যময়ী রমণী) যাদেরকে আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি।"

অর্থাৎ আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতি হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজননক্রিয়া ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল; জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী, যুবতি ও লাবণ্যময়ী করে দেওয়া হবে। হযরত আনাস রাদি. এর বর্ণিত হাদিসে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেন, 'যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, শ্বেতকেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী, যুবতি করে দেবে।

হযরত আয়েশা রাদি. বলেন, একদিন রাসূল সা. ঘরে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার পাশে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি বললাম, সে সম্পর্কে আমার খালা হয়। তখন রাসূল সা. বললেন, "জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা লোক যেতে পারবে না।" একথা শোনে বৃদ্ধ বিষণ্ন হয়ে গেল। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, কাঁদতে লাগল। তখন রাসূল সা. তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে তখন বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যুবতি হয়ে প্রবেশ করবে। অত:পর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।[২৮]

---

28 . মাযহারী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জান্নাতে নারীরা হবে চিরকুমারী

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ

"তাদেরকে করেছি আমি চিরকুমারী।"

اَبْكَارًا ۙ – শব্দটি بِكر এর বহুবচন। এর অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতি হুর বা দুনিয়ার নারী, তাদেরকে এমনভাবে জান্নাতে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রী সকলে হবে সমবয়সের

عُرُبًا اَتْرَابًا ۙ

"করেছি সোহাগিনী, সমবয়স্কা।"

জান্নাতে পুরুষ ও নারী সকলে সমবয়সের হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, প্রত্যেকের বয়স হবে তেত্রিশ বছর।[২৯]

---

[২৯]. মাযহারী
সূত্র: তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইফাবা অনুবাদ, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৬৩৯-৬৫৩, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা–১৩২৬-১৩২৭ অবলম্বনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

শুনে নাও স্বামীর সাথে জান্নাতে যাওয়ার চিত্তকর বর্ণনা

ﭐلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

"যারা আমার আয়াতে ঈমান এনেছিল এবং যারা ছিল মুসলিম। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিয়ে সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো। তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণখচিত থালা ও পানপাত্র, সেখানে মন যা চায় আর যা- তে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী। আর এটিই জান্নাত, নিজেদের আমলের ফলস্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, যা থেকে তোমরা আহার করবে।" [৩০]

আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও সৎকর্মশীল পুরুষকে তাদের স্ত্রীদেরকে নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, মুতামির ইবনে সুলাইমান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উঠার পর প্রত্যেক মানুষই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তখন কোনো এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, "হে বান্দারা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দু:খিতও হবে না।" এই ঘোষণা শোনার পর সকলেই আশান্বিত হয়ে পড়বে।-

---

[৩০]. সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৬৯-৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু পরক্ষণেই বলা হবে–

اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا بِآيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ "ভয় ও দু:খ-কষ্ট থেকে তারাই মুক্ত যারা ঈমান এনেছে এবং মুসলমান হয়েছে।" এই ঘোষণা শুনে মুমিনরা ব্যতীত বাকিরা সকলে নিরাশ হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর জান্নাতের বিস্ময়কর চিত্র

দুনিয়ার স্বামী আর স্ত্রী যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার চিত্র তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ

অর্থাৎ স্বর্ণের থালা ও হাতলবিহীন সোনার পানপাত্র নিয়ে জান্নাতীদের চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করা হবে। মনে যা চায়, ও নয়ন যা দেখে তৃপ্ত হয় অর্থাৎ সুস্বাদু, সুগন্ধ ও সুদর্শন খাদ্যদ্রব্য সবই সেখানে থাকবে।

আব্দুররাযযাক রহ. ইসমাঈল ইবনে আবু সাঈদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর গোলাম তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'সর্বশেষ প্রবেশকারী একজন জান্নাতীকে একশত বছরের দূরত্ব সমান সোনার প্রাসাদ ও হীরার তাঁবু দান করা হবে। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা সত্তর হাজার সোনার পাত্র নিয়ে তাদের চারপাশে ঘুরাফেরা করা হবে। প্রত্যেক পাত্রে এক এক বর্ণের খাদ্য থাকবে এবং সর্বপ্রথম পাত্রের খাদ্যের স্বাদ আর সর্বশেষ পাত্রের খাদ্যের স্বাদের মধ্যে কোনো তারতম্য থাকবে না।

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বলেন, হযরত আবু উমামা রাদি. বলেছেন, রাসূল সা. একদিন জান্নাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মুহাম্মদের জীবন যার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, জান্নাতে কখনো এমন হবে না যে, তোমাদের কেউ খেতে বসে লোকমা উঠিয়ে মুখে দেবে অত:পর তার মনে অন্য খাবার খাওয়ার আগ্রহ জাগবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখের খাদ্য তার কাঙ্ক্ষিত খাদ্যে পরিণত হয়ে যাবে।" অত:পর রাসূল সা. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক হাদিসে হযরত আবু হুরাইয়রা রাদি. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, 'সর্বনিম্ন একজন জান্নাতিকে সাততলা বিশিষ্ট প্রাসাদ দেওয়া হবে। তার তিন শত সেবক থাকবে। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তিনশত থালা খাদ্য দ্বারা তাকে আপ্যায়িত করা হবে। এক থালায় যে রঙের এর খাদ্য থাকবে তা অন্য থালায় থাকবে না। প্রথম থালার খাদ্যের স্বাদ যেমন হবে, সর্বশেষ থালার খাদ্যের স্বাদ তেমনই হবে। আবার তাকে তিনশত পাত্র পানীয় পরিবেশন করা হবে। প্রত্যেক পাত্রে এমন রং থাকবে যা অন্য পাত্রে থাকবে না এবং প্রথম পাত্রের স্বাদ যেমন থাকবে, শেষ থালার খাদ্যের স্বাদও তেমনই থাকবে।

দুনিয়ার স্ত্রী ছাড়াও তাকে আরও বাহাত্তরজন ডাগর চোখা হুর দেওয়া হবে। তারা এক একজন বসলে এক মাইল পথ জুড়ে যাবে।' সুবহানাল্লাহ।[৩১]

---

[৩১]. সূত্র: তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইফাবা অনুবাদ, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১২৮-১৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
শুনে নাও জান্নাতে যা চাইবে তা-ই পাওয়ার সুসংবাদ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহ্-ই আমাদের রব' অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নেমে আসে (এবং বলে,) 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবি করবে। পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ।"[৩২]

মনচাহি জীবনের জান্নাত কার জন্য?

আলোচ্য আয়াতে সেইসব মুমিন নারী-পুরুষের জন্য জান্নাতে মনচাহি জীবনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে রব ও প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেওয়ার পর এর উপর অটল ও অবিচল ছিল। আলোচ্য আয়াতে ইস্তিক্বামাত থাকার কথা বলা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহকে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকার করে (এটা হলো মূল ঈমান) অত:পর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হলো সৎকর্ম), এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. বলেন, 'ইস্তিক্বমাত অর্থ হলো, ঈমান ও তাওহীদের উপর কায়েম থাকা, তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া।'

---

32 সূরা হা-মীম সাজদাহ,আয়াত: ৩০-৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হযরত ওসমান রাদি. বলেন, 'ইস্তিক্বমাত অর্থ হলো, খাঁটি আমল করা।'

হযরত ওমর রাদি. বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম ইস্তিক্বমাত।'[৩৩]

এ কারণেই আলেমগণ বলেন, 'ইস্তিক্বমাত সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে।'

তাফসীরে কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ- এ কথাটা তখনই সঠিক হতে পারে যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ছাড়া আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল, অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা -দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী রাদি. একবার রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি পরিপূর্ণ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর আমি আর কারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'কুল আ-মানতু বিল্লাহি ছুম্মাছ্তাক্বীম।' অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি করো; অত:পর তাতে অবিচল থাকে।'-(মুসলিম)

এর বাহ্যিক দাবি এই যে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচল থাকা। এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস রাদি. ইস্তিক্বমাতের সংজ্ঞা দিয়েছেন: ফরজ কর্মসমূহ আদায় করা।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, ইস্তিক্বমাত এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, ইস্তিক্বমাতের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তা-ই, যা উপরে হযরত ওমর রাদি. থেকে উদ্ধৃত করে তা-ই গ্রহণ করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে জারীর এই তাফসীর আবুল আলীয়া থেকে উদ্ধৃত করে তা-ই গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং যে ইস্তিক্বমাতের সাথে থাকবে এবং ঈমানের এই ইস্তিক্বমাতের উপর মারা যাবে তার জন্যই মনচাহি জান্নাত।

---

৩৩. মাযহারী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনের সমস্ত কামনা-বাসনা পূরণ করা হবে যেখানে

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তা-ই পাবে এবং যা দাবি করবে তা-ই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পুরা করা হবে– তোমরা চাও বা না চাও। অত:পর "নুযূলান" আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নেয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের মনে জাগবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত : যখন কোনো বড় লোকের মেহমান হয়।–(মাযহারী)

এক হাদিসে রাসূল সা. বলেন, জান্নাতে কোনো পাখি উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক বর্ণনায় আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোনো কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা–আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে।[৩৪]

অন্য এক হাদিসে রাসূল সা. বলেন, 'যদি জান্নাতি ব্যক্তি নিজ ঘরে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তাহলে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ পান ছাড়ানো এবং যৌবনে পাদার্পন সব এক মুহূর্তে হয়ে যাবে।'[৩৫]

---

[৩৪]. মাযহারী

[৩৫]. মাযহারী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১২০৪–১২০৫ অবলম্বনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী, শোনো!

ভালো কাজের বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"যারা ভালো কাজ করে (চাই সে পুরুষ হোক বা নারী হোক) তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি। আর ধূলোমলিনতা ও লাঞ্ছনা তাদের চেহারাগুলোকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতবাসী। তারা তাতে স্থায়ী হবে।"[৩৬]

আলোচ্য আয়াতেও ব্যাপকভাবে নারী-পুরুষ সকলের জন্যই এই সুসংবাদ যে, দুনিয়াতে নারী হোক বা পুরুষ যে-ই ভাল ও পূণ্যের কাজ করবে তাকেই জান্নাতী নেয়ামতে ধন্য করা হবে। তাদেরকে পরকালে কোনো লাঞ্ছনা ও কোনো ভয় স্পর্শ করবে না।

---

[৩৬] সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
তুমি জান্নাতের রাণী হওয়ার প্রতিযোগিতা করবে না সুন্দরী প্রতিযোগিতা করবে?

আজকাল নারীরা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কেউ 'মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ'র 'রানারআপ' হতে চাচ্ছে! কেউ 'মিস বাংলাদেশ'র চ্যাম্পিয়ন হতে চাচ্ছে! কেউ বিশ্ব সুন্দরী হতে চাচ্ছে! কেউ লাক্স তারকা হতে চাচ্ছে! কেউ মডেলিংয়ে নাম করতে চাচ্ছে! এভাবে সর্বত্রই দেহ প্রদর্শনী করে দুনিয়ার রাণী হতে চাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকছেন এবং জান্নাতের রাণী হতে আহবান করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার মতো। তা প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" [৩৭]

আলোচ্য আয়াতে প্রতিযোগিতার অর্থ হলো, 'তোমরা সৎকাজে একে অন্যের আগে যাওয়ার চেষ্টা করো।' অর্থাৎ নেকি কামাইয়ের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করার এবং জান্নাতে উঁচু উঁচু স্তর লাভ করার জন্য প্রতিযোগিতা করো যে, কে কত উঁচু স্তর লাভ করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই হুকুম পুরুষ ও নারী সকলের জন্যই। কেননা পুরুষ ও নারী সকলের জন্যই নেক কাজের বিনিময়ে জান্নাত রয়েছে এবং নেক কাজের পরিমাণ অনুযায়ী জান্নাতে উঁচু উঁচু স্তর রয়েছে।

---

[৩৭]. সূরা হাদীদ, আয়াত: ২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাই আলোচ্য আয়াতে নারীদেরকে আলাদা করে বললে এভাবে বলা যায়, হে নারী! যারা দুনিয়ার রাণী হতে চাচ্ছ তোমরা আখেরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে জান্নাতের রাণী হওয়ার চেষ্টা করো। কেননা হাদিস শরীফে রাসূল সা. বলেন, 'দুনিয়ার নারীরা জান্নাতে হুরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। দুনিয়ার নারীরা নেক আমলের কারণে জান্নাতে হুরদের উপর বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাবে।'

সুতরাং সে হিসেবে বলা যায়, দুনিয়ার নারীরা জান্নাতের হুরদের উপর রাণীর আসন লাভ করবে। নিম্নে এর প্রমাণস্বরূপ নারীদের মনজয় করার একটি চমৎকার হাদিস পেশ করছি।

নারীদের মনজয় করার একটি চমৎকার হাদিস

ইমাম তাবারানী রহ. হযরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণনা করেন। উম্মে সালামা রাদি. বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ার জান্নাতি নারীগণ শ্রেষ্ঠ না কি জান্নাতের হুরগণ শ্রেষ্ঠ?'

রাসূল সা. বললেন, 'গালিচার বহি:পরিচ্ছদের চেয়ে অন্ত:পরিচ্ছদ যেমন শ্রেষ্ঠ, জান্নাতের হুরদের চেয়ে দুনিয়ার জান্নাতি নারীগণ তেমনি শ্রেষ্ঠ।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী?'

রাসূল সা. বলেন, কারণ তারা নামায পড়ে, রোজা রাখে,এবং আল্লাহর আরও আরও ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখমণ্ডল নূর দ্বারা এবং সমস্ত দেহকে রেশমি বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করে দেবেন। তাদের দেহের বর্ণ হবে সাদা, পোশাক হবে সবুজ, অলংকারাদি হবে হলুদ এবং চিরুনি হবে সোনার তৈরি।'

অত:পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে অনেক মহিলা দুই, তিন, চার বা ততোধিক স্বামীর ঘর করে। এখন যদি মৃত্যুর পর সে এবং তার সব কয়জন স্বামী জান্নাতি হয় তাহলে জান্নাতে তার স্বামী কে হবে?'

রাসূল সা. বললেন, এমন মহিলাকে তখন তার স্বামীদের মধ্য থেকে তার যাকে ইচ্ছা বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে। তাদের মধ্যে যার স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল সে তাকেই বেছে নিয়ে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই স্বামী আমার সাথে সকলের চেয়ে ভালো ব্যবহার করেছে, অতএব আপনি আমাকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দিন।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'শোনো উম্মে সালামা! সচ্চরিত্রই দুনিয়া ও আখেরাতের সমূহ কল্যাণ নিয়ে গেল।'

অন্য এক হাদিসে রাসূল সা. বলেন, 'প্রত্যেক জান্নাতি জান্নাতে প্রবেশ করে বাহাত্তরজন হুর স্ত্রী এবং দুনিয়ার জান্নাতি নারীদের দুইজন স্ত্রী লাভ করবে। আর দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদত করার কারণে দুনিয়ার স্ত্রীরা হুরদের উপর শ্রেষ্ঠত লাভ করবে। এরা ইয়াকুতের তৈরি সত্তর জোড়া পোশাক পরিধান করবে। জান্নাতিরা এক এক করে প্রত্যেকের সাথে সহবাস করবে। তাদের কুমারীত্ব কখনো বিলুপ্ত হবে না। স্বামী-স্ত্রী কেউ কখনও ক্লান্তও হবে না।' [৩৮]

এক হাদিসে রাসূল সা. বলেন, 'জান্নাতি নারীদের মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ তারা হলো,যথাক্রমে, খাদিজা বিনতে খুয়ায়লিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ,মরিয়ম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুহাযিম, ফেরাউনের স্ত্রী।' [৩৯]

---

[৩৮]. তাফসীরে ইবনে কাছীর, দশম খণ্ড, ইফাবা অনুবাদ, পৃষ্ঠা: ৬৪৭-৬৪৮

[৩৯]. প্রাগুক্ত খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ১৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

তোমরা জান্নাতের দৃশ্য দেখো আর প্রতিযোগীতা করো জান্নাতের জন্য

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۝ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۝ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝

'নিশ্চয় নেককাররাই থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। তুমি তাদের চেহারাসমূহে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লাবণ্যতা দেখতে পাবে। তাদেরকে সীলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে। তার মোহর হবে মিসক এর। আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিৎ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে। তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।'[৪০]

আলোচ্য আয়াতেও নারী পুরুষ সকল নেককার মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতের মনোরম চিত্র তুলে ধরে বলেছেন-

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

'আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিৎ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা।'

تَنَافُس 'তানাফুছ' অর্থ কোনো বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য কয়েকজনের ধাবিত হওয়া বা দৌড়া যাতে অন্যের আগে গিয়ে সে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এখানে জান্নাতের নেয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা উদাস প্রকৃতির লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন, আজ তোমরা

[৪০] সূরা মুতাফফিফীন,আয়াত: ২১-২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে করো সেগুলো অর্জন করার জন্য আগে চলে যাওয়ার চেষ্টায় রত আছ, আসলে সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামত। এসব নেয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও কোনো দু:খের কারণ নয়। হাঁ, জান্নাতের নেয়ামতরাজির জন্যই একমাত্র প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী। এগুলোর কোনো ক্ষয় ও লয় নেই।[৪১]

[৪১]. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১৪৪৩–১৪৪ অবলম্বনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

তুমিও জান্নাতের দিকে দৌড়াও

وَ سَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ
الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا
فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَ مَنْ يَّغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾ اُولٰٓئِكَ
جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۱۳۶﴾

'আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা পরহেজগারদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা স্বচ্ছলতায় এবং অভাবের সময়ও ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরই ভালোবাসেন। আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনেশুনে তা তারা বারবার করে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!'[৪২]

---

[৪২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোচ্য আয়াতেও পুরুষ ও নারী সকলকে সমানভাবে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও তাঁর জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হও। অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের আগে যাওয়ার চেষ্টা করো।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের আগে ক্ষমার কথা আলোচনা করেছেন। তার একটি কারণ এটাও থাকতে পারে যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা মানুষ যদি জীবনভর নেক আমল করে এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সকল আমল জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি তা হলো, আল্লাহর ক্ষমা এবং অনুগ্রহ। যেমন, এক হাদিসে রাসূল সা. বলেছেন,'কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না।' সাহাবাগণ রাদি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও নয় কি? তিনি বললেন, না, আমার কর্মও আমাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। তবে আল্লাহ যদি তাঁর দয়া দ্বারা আবৃত করে নেন।'

মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার রীতি এই যে, তিনি নিজ অনুগ্রহ ওই বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকাজ করে। বরং সৎকাজ করার সামর্থ লাভ হওয়া-ই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষণ। অতএব, সৎকাজ করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করা উচিত নয়। আল্লাহর ক্ষমা-ই জান্নাত লাভের আসল কারণ হওয়ার কারণেই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে একে আলাদাভাবে উল্লেখ করে বলেন–

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

জান্নাতের প্রশস্ততা

আয়াতে জান্নাতের প্রশস্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। আসমান ও জমিনের চেয়ে প্রশস্ত কোনো জিনিসের কল্পপনাও মানুষ কখনও করতে পারে না। এ কারণে বোঝানোর জন্য জান্নাতের প্রশস্ততাকে এ দুটির সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই প্রশস্ত। আর এত প্রশস্ত যে, আসমান ও জমিনকে সে নিজের ভেতর ভরে নিতে পারে। সুতরাং এর প্রশস্ততাই যখন এমন তাহলে এর দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। আর এ দৈর্ঘ্যতার অর্থ তখনই হবে যদি 'আরযুন' শব্দের অর্থ 'তওল' তথা লম্বা নেওয়া হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর যদি এর অর্থ নেওয়া হয় 'মূল্য' তাহলে আয়াতের অর্থ হবে জান্নাত কোনো সাধারণ বস্তু নয়। এর মূল্য সমস্ত আসমান ও জমিন। সুতরাং হে মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ, তোমরা এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।

এমন জান্নাত কারা পাবে?

এমন প্রশস্ত ও মূল্যমানের জান্নাত কারা পাবে? আল্লাহ তাআলা তা-ও বলে দিয়েছেন। এমন জান্নাতের অধিকারী হওয়ার জন্য কিছু গুণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেন–

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"তা প্রস্তুত করা হয়েছে, পরহেজগারদের জন্য।"

পরহেজগার কারা? তাদের প্রথম পরিচয় উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

অর্থাৎ পরহেজগার তারাই, যারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় নিজ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতায় হোক কিংবা অভাবের সময় হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করতে থাকে। বেশি হলে বেশি, কম হলে কম ব্যয় করে। কিন্তু সবসময় ব্যয় করে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নি:স্ব ব্যক্তিও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না, কেননা হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা, আল্লাহর কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করার মর্তবাও এক সমান। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনই হাজার পয়সা থেকেও এক পয়সা ব্যয় করতে কষ্টকর হওয়ার কথা নয়।

অপর দিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করা অব্যাহত রাখলে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। আর সম্ভবত এর বরকতে আল্লাহ তাআলা আর্থিক স্বচ্ছলতাও দান করতে পারেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরি নয়

আয়াতে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক يُنْفِقُوْنَ বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কী ব্যয় করবে? তার কোনো উল্লেখ নেই। এরব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ সম্পদই নয়; বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন, কেউ যদি তার সময়, কিংবা শ্রম কিংবা মেধা ও চিন্তা-ফিকির ইত্যাদি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আরেকটি রহস্য

আয়াতে স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরেকটি রহস্য হলো, মানুষ এই দুই অবস্থায়ই আল্লাহকে ভুলে যায়। অথ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অপরদিকে অভাব-অনটন হলেও প্রায়ই মানুষ চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি উদাস হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা-বান্দিরা আরাম-আয়েশে আল্লাহকে ভুলে না এবং অভাব-অনটন ও শত বিপদ-আপদেও আল্লাহকে ভুলে না।

পরহেজগারদের পরবর্তী গুণ বর্ণনা করে বলেন, তারা হলো–

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

'অর্থাৎ যারা রাগের সময় নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের কেউ কোনো জুলুম করে ফেললেও তাকে ক্ষমা করে দেয়।'

এরপর আরেকটি চমৎকার গুণ বর্ণনা করে বলেন, পরহেজগার হলো তারা যারা–

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

'অর্থাৎ আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি গোনাহের মাধ্যমে জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর এই দৃঢ় বিশ্বাস লালন করে যে, আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর যে গোনাহ একবার করে ফেলেছে, জেনেশুনে তারা সেই গোনাহ বার বার করে না।'

جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

সুতরাং যে সকল নারী এবং পুরুষ এসব গুণে গুণান্বিত হবে তাদের জন্যই আল্লাহর ক্ষমা এবং আসমান-জমিনের প্রশস্ততার সমান জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।[৪৩]

---

৪৩. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা:২০৪-২০৬ অবলম্বনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
দেখে নাও অতীত যুগে নারীদের আমলে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার ঘটনাসমূহ

আজকালকার নারীরা মনে করে অতীত যুগে শুধু পুরুষরাই বুজুর্গ ও ওলি ছিলেন। যেমন, জুনায়েদ বাগদাদী, বায়জিদ বোস্তামী, ওয়ায়েস করনী, হাসান বসরী, ফুযায়েল ইবনে আয়ায, আব্দুল কাদের জিলানী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, মালেক বিন দীনার, শেখ সাদী, ইবরাহীম বিন আদহাম, বিশরে হাফী, হাতেম আছম, নিজামুদ্দিন আওলিয়া, খাজা মইনুদ্দিন চিশতী রাহীমাহুমুল্লাহ প্রমূখ গণ। কিন্তু এটা জানে না যে, অতীত যুগে এমন বহু নারীও গত হয়েছেন যারা উপরোল্লিখিত পুরুষদের ন্যায় ওলি ও বুযুর্গ ছিলেন। যেমন, বিবি আছিয়া, হযরত মরিয়ম আ., রাবেয়া বসরী, রাবেয়া আদাবী, মোয়াজাহ আদাবীয়াহ, আবেদা রেহলা, আবেদা ফিজ্জা, নাফিসা বিনতে হাসান, বেগম সেলিমা সুলতানা, হযরত বিবি খানসা বিনতে হিজাম রহ., বিবি উফায়রা আবেদাহ, হযরত বিবি হাফসা বিনতে শিরীন রহ, মায়মুনা সাওদা, হযরত রাবেয়া মুশামেয়া বিনতে ইসমাইল, বিবি উম্মে ত'লাক রাহিমাহুমাল্লাহু প্রমুখ নারীরা ইতিহাসের সেরা নারী এবং মহিলা ওলিদের অন্যতম। তারাও পুরুষদের ন্যায় এমন আমলের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যেগুলো আজকের নারীদের জন্য বড়ই উৎসাহদায়ক। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকজনের কিছু আমলের কথা পেশ করছি। (বি.দ্র.- যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের-সহ এমন আরও বহু নারীর আমলী জীবনের হৃদয় ছোঁয়া ঘটনাবলি পাঠ করতে বাংলাবাজার মাকতাবাতুল ইলম থেকে প্রকাশিত "আমলী জীবনে নারীদের উপদেশমূলক ঘটনাবলি" বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। আশা করি আপনাদের আমলী জীবনে ব্যাপক উপকার সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ। সংকলক।)

রাবেয়া বসরী রহ.-এর আমল

এক ব্যক্তি কোনো পেরেশানিতে লিপ্ত ছিল, তখন তার ইচ্ছা হলো রাবেয়া বসরীকে দিয়ে দু'আ করাবে। তিনি বলেন, আমি ফজরের পর তার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলাম, তখন তিনি নফল নামায পড়ছিলেন। আমি জোহরের নামাযের পর গেলাম, তখন নফল পড়ছিলেন। আছরের পর গেলাম তিনি তখন কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করছিলেন। মাগরিবের পর আবারও গেলাম, তখনো নফল নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বলেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইশার নামাযের পর পর গেলাম তখনো তিনি নফলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং নামায এত দীর্ঘ হচ্ছিল যে,শেষ করার কোনো নির্দশন দেখা যাচ্ছিল না অবশেষে এভাবেই নামাযে দাঁড়িয়ে রাত শেষ করে দিলেন। ফজরের সময় হয়ে গেলে ফজর পড়ে নিলেন। আমি ফজরের নামায পড়ে খুব তাড়াড়ি গেলাম, তখন খাদেমা বলল, ফজরের পর তাসবীহ আদায় শেষে ইশরাক পড়ে এখন একটু চোখ বন্ধ করেছেন। যখন আমি তার পাশে গেলাম তো আমার পায়ের আওয়াজে তার চোখ খুলে গেলে। তিনি তড়িৎ গতিতে বিছানা থেকে উঠে বসলেন যেমন কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে মনে করে তড়িৎ গতিতে বিছানা থেকে উঠে বসে এবং চিন্তায় পড়ে যায়। এভাবে তড়িৎ বিছানা থেকে উঠে আফসোস করে এই দু'আ পড়তে লাগলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَيْنٍ لَا تَشْبَعُ مِنَ النَّوْمِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন চোখ থেকে আশ্রয় চাই যা ঘুমিয়ে তৃপ্ত হয় না।'

দেখুন, দিনের বেলা সামান্য শুয়ে কেটেছে এর জন্যও ইস্তেগফার পাঠ করছে। আখেরাতের কাজের জন্য তাদের কত আফসোস! আর আমাদের যত আফসোস দুনিয়ার ক্ষেত্রে।

রাবেয়া শামিয়া রহ.- এর আমল

ইতিহাসে অমর হয়ে থাকা একজন তাপসী বুজুর্গ মহিলা হলেন হযরত রাবেয়া শামিয়া (রহ.)। তার স্বামী আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমার স্ত্রী নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায ও অন্যান্য ইবাদত একাগ্রতার সাথে আদায় করত।

তিনি বলেন, একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলল, হে স্বামী! আমি কিন্তু আপনাকে স্বামীর মতো ভালোবাসি না। বরং আপনাকে আমি ভাইয়ের মতো ভালোবাসি। (একথা বলার অর্থ হলো—স্বামী-স্ত্রী যেমন সর্বদা জৌবিক চাহিদা পূরণের চিন্তায় থাকে, আমাদের মাঝে সেই চিন্তা নেই। বরং আমাদের আসল চিন্তা হলো—আখেরাতের চিন্তা; কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মতো সর্বদা দুনিয়ার প্রেম-ভালোবাসায় মগ্ন থাকলে আখেরাতের চিন্তা ও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটবে তাই আমরা ভাই-বোনের সম্পর্কের মতো থেকে আখেরাতের জন্য নেক ও পুণ্য সঞ্চয়ে সময় কাটাব।) এদিকে খেয়াল করেই একদিন সে আমাকে বলল ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বামী! এইবার আপনি আরেকটি বিবাহ করুন। (অর্থাৎ আপনি আরেকটি বিবাহ করে তার সাথে জৌবিক চাহিদা পুরা করুন আর আমাকে ইবাদতের জন্য সুযোগ করে দিন।) আমি পরপর তিনজন স্ত্রী গ্রহণ করেছি কিন্তু তবুও আমার প্রতি আমার এই স্ত্রীর টান একটুও কমেনি।

সারারাত নামায আদায়কারী

হযরত মোয়াজাহ আদবিয়া রহ.। অতীত যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ মহিলা। তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সন্ধ্যায় বলতেন, এটাই হয়তো সেই রাত, যে রাতে আমি মৃত্যুবরণ করব । অতঃপর সকাল পর্যন্ত নামাযের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। সুবহানাল্লাহ।

আবেদা রেহলার আমল

ইতিহাসের আরেক সেরা নারী হযরত আবেদা রেহলা রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সবসময় রোজা অবস্থায় থাকতেন। ক্রমাগত রোজা রাখতে রাখতে তার দেহটি শুকিয়ে একেবারে শীর্ণকায় হয়ে গেছিল। এবং আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছিল। অবস্থা এমন হয়ে গেছিল যে, তিনি শেষ দিকে আর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারনেনি।

ত্রিশবার হজ্জপালনকারী নারী

হযরত নাফিসা বিনতে হাসান দুশো হিজরীর প্রখ্যাত আলেমা ও বুজুর্গদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর ইবাদত-বন্দেগির অবস্থা ছিল—তিনি সারাদিন রোজা রাখতেন এবং রাতভর নামাযে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন। বিশেষত তাহাজ্জুদের নামাযের প্রতি তিনি খুবই যত্নশীল ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি তাওবা-ইস্তেগফারে লিপ্ত থাকতেন এবং আল্লাহর ভয়ে সর্বদা কম্পমান থাকতেন।

হযরত নাফিসা জীবনে ত্রিশবার পবিত্র হজ্জ আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।[৪৪]

---

৪৪ . সূত্র: মাশাহীরে নিসওয়ান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চল্লিশ বছরের রোজাদার নারী

ইয়েমেনের অধিবাসী হযরত বিবি খানসা বিনতে হিজাম রহ.। তিনি একাধারে চল্লিশ বছর সিয়াম সাধনা করেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত ক্রমাগত রোজা রাখার ফলে তার দেহটি শুকিয়ে একেবারে কংকাল হয়ে গেছিল । তাঁর মনে আল্লাহর ভয় এত প্রবল ছিল যে, মুনাজাতে তিনি কাঁদতে কাঁদতে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছিলেন। [সূত্র : সিফাতুস্ সফওয়াহ]

ইতিহাসের আরেক প্রখ্যাত বুজুর্গ মহিলা হযরত বিবি উফাইরা আবেদা রহ.। তিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী। তার আমলের অবস্থা ছিল, তিনি সংসারের জরুরি কাজগুলো শেষ করে দিন-রাতের বাকি পুরো সময়ই তিনি ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন থাকতেন। কখনো একটি মুহূর্তও তিনি অযথা নষ্ট করতেন না।

আল্লাহর ভয় তাঁর এত প্রবল ছিল যে, প্রায়ই তিনি ঢেকুর তুলে কাঁদতে থাকতেন। কখনো নীরবে অশ্রু ঝরাতেন। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে শেষে তিনি একসময় অন্ধ হয়ে যান। সূত্র:নফহাতুল উনাস, সিফাতুস্ সফওয়াহ্]

অতীতকালের আরেক প্রসিদ্ধ বুজুর্গ মহিলা হযরত রাবেয়া মুশামেয়া বিনতে ইসমাইল। এই বুজুর্গ মহিলা সারারাত নামায, জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া-মুনাজাতে কাটাতেন আবার দিনে রোজা রাখতেন।

তিনি বলতেন, আমি যখন আজান শুনি তখন রোজ কেয়ামতের শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার কথা স্মরণ হয়। আর গ্রীষ্মকালের গরমের মৌসুমে সবসময়ই আমার হাশরের ময়দানের দাবদাহ ও তীব্র গরমের কথা মনে পড়তে থাকে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকের একজন খ্যাতিমান আবেদা, আরেফা ও বুজুর্গ মহিলা ছিলেন হযরত বিবি উম্মে ত'লাক রহ.। মুহাম্মদ বিন সুনান বাহেলী রহ. শো'বা বিন দোখান রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, বিবি উম্মে ত'লাক রাত-দিনে চারশো রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। সেই সঙ্গে নিয়মিত কুরআন শরীফের বেশ কিছু পারা তেলাওয়াত করতেন। তার নামায ও তেলাওয়াতে অনেকে উদ্বুদ্ধ হতেন।[৪৫]

[৪৫]. সূত্র: তবকাতে ইবনে সাদ, ইবনে জাওযি রচিত-সিফাতুস্ সফওয়াহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

দেখে নাও নারীর নেক কাজের বিনিময়ে জান্নাত

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা নারী আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমরা পরস্পর এক। আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেবে এবং তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।'[৪৬]

আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে হযরত উম্মে সালমা রাদি.-এর প্রশ্নের জবাবে। তিনি কুরআনে কারীমে পুরুষদের হিজরত নিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাবাণী নাজিলের পর রাসূল সা. কে প্রশ্ন করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের হিজরতের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের ফজিলত বর্ণনা করেছেন কিন্তু নারীদের হিজরত সম্পর্কে কিছু বললেন না কেন? (অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছেন, পুরুষরা হিজরত করলে নেকি পাবে এবং গোনাহ মাফ করা হবে কিন্তু নারীদের কী অবস্থা হবে?) তখন এর উত্তর নিয়েই এই আয়াত নাজিল হয়েছে। বলা হয়েছে–

أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

'তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করব না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক।' এখানে প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে– তিনি কোনো প্ররিশ্রমকারীর পরিশ্রম বিনষ্ট করবেন না। বরং নারী পুরুষ সকলেই তাদের

---

[৪৬] সূরা আলে ইমরান,আয়াত: ১৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পূণ্যের পুরাপুরি প্রতিদান পাবে। আর بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ –তোমরা পরস্পর এক। অর্থাৎ পূণ্যের বেলায় সকলে সমান। তথা নেকির কাজ করলে সকলকে সমান বদলা দেওয়া হবে, এক্ষেত্রে নারী-পরুষের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। সকলের পুরস্কার কী হবে? সে সম্পর্কে বলেন–

وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

'অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণ অপসারিত করে দেবে এবং তাদেরকে প্রবেশ করাব এমন জান্নাতে যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। অর্থাৎ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার নিচ দিয়ে দুধ, মধু, শরাব ও স্বচ্ছ পানীয় ইত্যাদির প্রস্রবণ ধারাসমূহ কুল-কুল রব করে প্রবাহিত হতে থাকবে। এটা ব্যতীত আরও অনেক নেয়ামত রয়েছে যা তারা চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং কোনো ব্যক্তি তার কল্পনাও করেনি।'[৪৭]

[৪৭] তাফসীরে ইবনে কাছীর,২য় খণ্ড, ইফাবা অনুবাদ, পৃষ্ঠা: ৭১১-৭১২ অবলম্বনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

তুমিও আল্লাহকে ঋণ দাও
পরকালে বহুগুণে পাবে

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম কর্জ দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।" 48

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, নারী হোক বা পুরুষ হোক, যে কেউ খাঁটি নিয়তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে দান করবে এবং যাকে দান করা হবে তার থেকে কোনো বিনিময় ও কৃতজ্ঞতার আশা করবে না; এমন দানশীল নারী ও পুরুষদেরকে দানের বিনিময় দশগুণ হতে সাতশতগুণ বরং তার চেয়েও বেশি বিনিময় দান করা হবে। এছাড়াও আরও বিপুল ও মহাপুরস্কারে তাদেরকে ধন্য করা হবে। ফলে তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত সুখময় ও সন্তোষজনক।

[৪৮] সূরা হাদীদ,আয়াত: ১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

দেখে নাও কেয়ামতের দিন তোমার সামনের নূরের ঝলকানি

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ

"সেদিন তুমি মুমিন পুরুষদের ও মুমিন নারীদের দেখতে পাবে যে, তাদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটতে থাকবে। (বলা হবে) 'আজ তোমাদের সুসংবাদ হলো জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, তথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই হলো মহাসাফল্য।" [৪৯]

আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের সামনে নূর ছুটতে দেখবে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের সামনে তাদের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী নূর দৌড়াতে থাকবে। ঈমানদারগণ সেই নূরের আলোকে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। তাদের কারো নূব হবে পাহাড় সমান, কারো নূর হবে খেজুর বৃক্ষ সমান, কারো নূর হবে দণ্ডায়মান একটি ব্যক্তির সমান। যাকে সবচে কম নূর দেওয়া হবে, তার নূর থাকবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে। তা একবার জলে উঠবে, একবার নিভে যাবে।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "কিয়ামতের দিন কতিপয় মুমিনের নূর এত পরিমাণ হবে যে, মদিনা থেকে আদন আবইয়ান ও সানআ যতটুকু দূরত সেই পরিমাণ উজ্জল করবে। এমনকি কোনো কোনো ঈমানদারের নূর দুই পায়ের পাতা পরিমাণ উজ্জল করবে।"

হযরত যাহহাক রহ. বলেন : "কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই নূর দান করা হবে। কিন্তু পুলসিরাত পর্যন্ত পৌছার পর মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে।

---

[৪৯] সূরা হাদীদ, আয়াত: ১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এটা দেখে ঈমানদারগণ তাদের নূর নিভে যাওয়ার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়বে এবং বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূর পরিপূর্ণ করে দাও।"

হাসান রহ. বলেন, "পুলসিরাতের উপর ঈমানদারদের নূর তাদের সামনে ও পার্শ্ব দিয়ে ছুটোছুটি করবে।"

ইবনে আবু হাতিম রহ. ....সুলাইমান ইবনে আমির রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা দামেস্কে এক ব্যক্তির জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদি-ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। জানাজার নামাযের পর লাশ দাফনের প্রস্তুতি নিলে আবু উমামা রাদি. বললেন, "হে লোক সকল! দুনিয়াতে বসে তোমরা সৎ-অসৎ উভয় আমলই করতে পারো। কিন্তু এই স্থান ত্যাগ করে একদিন তোমাদেরকে এই যে আরেকটি ঘরে যেতে হবে, যেখানে কোনো সাথি নেই, সঙ্গী নেই। সেই ঘরটি অন্ধকারের ঘর, পোকা-মাকড়ের ঘর ও সংকীর্ণতার ঘর। অতঃপর সেখান থেকে তোমরা কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। সেদিন আল্লাহর গজব নামবে। সেদিন কারো মুখমণ্ডল হবে উজ্জল আর কতকের মুখমণ্ডল হবে কালো। তারপর তোমরা আরেকটি ভয়ানক অন্ধকার স্থানে স্থানান্তরিত হবে। সেখানে নূর বণ্টন করা হবে। ঈমানদারদেরকে নূর দেওয়া হবে আর কাফির-মুনাফিকদেরকে কিছুই দেওয়া হবে না। অন্ধ ব্যক্তি যেমন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে আলো লাভ করতে পারে না, তেমনই সেদিনও কাফির-মুনাফিকরা ঈমানদারদের নূর দ্বারা উপকৃত হবে না। মুনাফিকরা সেদিন মুমিনদেরকে বলবে—

انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ

"থামো! আমরা তোমাদের থেকে কিছু নূর গ্রহণ করব।"

উত্তরে বলা হবে—

اِرْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

"তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে গিয়ে নূর খোঁজ করো। তখন তারা পেছন দিকে ফিরে যাবে ঠিক, কিন্তু কিছুই খুঁজে পাবে না। ফলে আবার মুমিনদের কাছে ফিরে আসবে। এবার উভয় দলের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হয়ে যাবে, যার অভ্যন্তরে রহমত আর বাইরে শাস্তি। এভাবে কাফির-মুনাফিকরা একের পর এক প্রতারিত হতে থাকবে।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, 'কিয়ামতের দিনটি এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে যে, ঈমানদার বা কাফির কেউ-ই নিজেদের হাত পর্যন্ত দেখতে পাবে না। অতঃপর একসময় আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাদের আমল পরিমাণ নূর দান করবেন। ঈমানদারগণ এই নূরের সাহায্যে জান্নাতে চলে যাবে দেখে মুনাফিকরাও তাদের পেছনে ছুটতে থাকবে; কিন্তু হঠাৎ করে মুনাফিকরা অন্ধকারে পড়ে যাবে, আর কিছুই দেখতে পারবে না। তখন তারা বলবে, 'তোমরা একটু থামো! আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু গ্রহণ করব।'

يُنَادُوْنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوْا بَلَى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ

"মুনাফিকরা সাহায্যের জন্য মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? আমরা কি তোমাদের সঙ্গে জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হতাম না? আমরা কি তোমাদের সাথে একত্রে নামায পড়তাম না? আমরা কি তোমাদের সঙ্গে হজ্জ করতাম না? আমরা কি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিতাম না? আজ কীভাবে তোমরা আমাদেরকে ভুলে গেলে?"

قَالُوْا بَلَى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ

"উত্তরে ঈমানদারগণ বলবে, হ্যাঁ, তোমরা তো আমাদের সাথে ঠিকই ছিলে। কিন্তু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আল্লাহর নাফরমানি এবং প্রবৃত্তিপূজা দ্বারা তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ এবং সময়মতো তাওবা না করে অযথা কালক্ষেপণ করেছ, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থান অস্বীকার করেছ এবং অলীক আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারণা করেছে। তোমরা মনে করতে যে, আল্লাহ এমনিতেই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।"

حَتّٰى جَآءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ

"এমনি অবস্থাতে একদিন তোমাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশ তথা মৃত্যু এসে পড়েছে এবং মহা প্রতারক শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা দিয়েছে।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

مَأْوٰكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلٰكُمْ

"(অতএব) আজ তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তোমরা এরই যোগ্য।"[৫০]

সার কথা, পুরুষ হোক বা নারী, কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের জন্য আমল অনুযায়ী নূর থাকবে এবং থাকবে জান্নাতের সুসংবাদ। যেমন আয়াতের শেষে বলা হয়েছে–

بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'আজ তোমাদের সুসংবাদ হলো জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো মহাসাফল্য।'

[৫০] তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইফাবা অনুবাদ, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৬৯৫-৬৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
শোনো জান্নাতে তোমার মর্যাদার কথা

নারী-পুরুষ সকলের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। তবে প্রত্যেককেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য কিছু না কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে, হতে হবে আল্লাহর খাঁটি বান্দা ও খাঁটি বান্দি। সেইসব গুণ অর্জন করে যারাই আল্লাহর খাঁটি বান্দা ও খাঁটি বান্দির খাতায় নাম লেখাতে পারবে, যারাই সেসব গুণ পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জন করবে, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, সকলেই আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এইসব গুণের কমতি থাকলে চাই সে নারী হোক বা পুরুষ হোক, সকলকেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। নিম্নে সেইসব গুণের কথাই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যেসব গুণের অধিকারী প্রত্যেক নারী-পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

'আল্লাহর প্রকৃত ইবাদতকারী বান্দা ও বান্দি তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে, 'সালাম'।'

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا

'এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে।'

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا

'এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা!'

وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

'এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

'এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না।'

وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

'আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না।'

بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

'এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।'

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿۶۹﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ

وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ

وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿﴾ وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ

اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا

'কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং সেখানে তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান, আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।'

وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

'এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।'

وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا

'এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না।'

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۔

'এবং যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করো।'[৫১]

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রকৃত ইবাদতকারী নারী-পুরুষ তথা খাঁটি বান্দা-বান্দিদের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি তাদের তেরোটি গুণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যাদের ভেতর এই এই গুণ আছে তারাই হচ্ছে,-রহমান ও দয়াময় আল্লাহর প্রকৃত বান্দা-বান্দি।

সংক্ষেপে গুণগুলো হলো–

১। আল্লাহ তা'আলার খাঁটি বান্দা-বান্দি দাবি করার যোগ্য সে ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

২। যারা জমিনে নম্রভাবে চলাচল করে, তথা গর্ব-অহংকারের সাথে চলে না।

৩। যারা কোনো অজ্ঞ-মূর্খ কিংবা শিক্ষিত হওয়া সত্তেও যে মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে এমন লোকের সাথে জুড়ে না; বরং মূর্খদের জওয়াবে নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যেরা কষ্ট না পায় এবং নিজেরাও গুনাহগার না হয়।

৪। যারা রাতের আঁধারে আরামের ঘুমকে হারাম করে মাওলার দরবারে প্রার্থনায়, আর বন্দেগিতে লিপ্ত থাকে।

৫। যারা দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকাসত্তেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুণ কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

৬। যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ত্রুটিও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে।

৭। যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না।

৮। যারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না।

৯। যারা যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।

১০। যারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। তথা মুশরিকদের ঈদ, মেলা, গান-বাজনার মাহফিল, নির্লজ্জতা ও নৃত্য-গীতের মাহফিল কনসার্ট ও মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস ইত্যাদিতে-যোগদান করে না।

[৫১]. ফুরকান–৬৩–৭৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১১। যারা ঘটনাচক্রে এমন বাজে মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্তেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না।

১২। যাদেরকে আল্লাহর আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হলে, তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না; বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে।

১৩। আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও বান্দি তারা; যারা কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং তাদের সন্তান-সন্তুতি ও পরিবারের লোকদেরও আমল সংশোধনের এবং চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করে। এবং এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন।[৫২]

তেরো গুণ বিশিষ্ট বান্দা-বান্দিদের প্রতিদান ও মর্যাদা

এই তেরো গুণ বিশিষ্ট বান্দা-বান্দিদের প্রতিদান ও মর্যাদার প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা বলেনে'

أُولَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا

'তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে (সুসজ্জিত) কামরা দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে।'

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ

'তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে।'

حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا

'আবাসস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম ও উৎকৃষ্ট!'[৫৩]

[৫২] তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন অবলম্বনে, পৃষ্ঠা: ৯৬৯-৯৭২
[৫৩] সূরা আল-ফুরকান,আয়াত:৭৫-৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

শোনো মুমিন নারীর পরিচয় ও জান্নাতের সুসংবাদ

নিম্নের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী-পুরুষের নয়টি গুণ বর্ণনা করে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

'যে জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ওই ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।' (তারা কারা?)

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ

'তারা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।'

وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ

'এবং যারা বজায় রাখে ওই সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে।'

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ أَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

'এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভালো করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا وَ مَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَ اَزۡوَاجِهِمۡ وَ ذُرِّيّٰتِهِمۡ وَ الۡمَلٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُوۡنَ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ كُلِّ بَابٍ ۔ سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَى الدَّارِ

'তা হচ্ছে 'জান্নাতে আদন, চিরস্থায়ী জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।'

'বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম : গৃহ কতই না চমৎকার।[৫৪]

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিধানাবলী পালনকারী মুমিন নারী-পুরুষের নয়টি গুণ বর্ণনা করেছেন ঃ এবং যারা এ গুণে গুণান্বিত তাদের জন্য মহাপুরস্কার ও প্রতিদানের ঘোষণা করেছেন।

১ম গুণ ঃ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পুরা করা। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তা'আলা রূহের জগতে মানুষদের কাছ থেকে যেসব অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেই অঙ্গীকারের কথাই বলা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, اَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল, بَلٰى অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। সুতরাং রবের পক্ষ থেকে জারিকৃত সমস্ত হুকুম-আহকাম ও ফরজ কর্ম পালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তিনি সেদিন মুমিন নারী-পুরুষের কাছ থেকে নিয়েছিলেন তা যথাযথ পালন করাই একজন খাঁটি বান্দা-বান্দির প্রধান গুণ।

২য় গুণ ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা।

এখানে অঙ্গীকার বলতে ওই অঙ্গীকারও শামিল যা আল্লাহ ও তাঁর বান্দা-বান্দিদের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া ওইসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গাম্বরের সাথে সম্পাদন করে। সাথে সাথে ওইসব অঙ্গীকারও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানব জাতি একে অন্যের সাথে করে।

---

[৫৪] সূরা রাদ, আয়াত:১৯-২৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩য় গুণ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, সেগুলো বজায় রাখা। অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

৪র্থ গুণ ঃ আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথ ভয় করা।

৫ম গুণ ঃ মন্দ হিসাবকে ভয় করা।

এখানে 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা রাদি. বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি কৃপা:বশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরাপুরি ও কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোনো গুনাহ বা ত্রুটি করেননি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দা-বান্দিদের পঞ্চম গুণ।

৬ষ্ঠ গুণ ঃ বিপদ-মুসিবতে পরে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় অকৃত্রিমভাবে সবর বা ধৈর্যধারণ করা।

৭ম গুণ ঃ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা (শুধু নামায পড়া নয়)।

৮ম গুণ ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারই দেওয়া রিজিক থেকে তাঁর রাস্তায় ব্যয় করা।

৯ম গুণ ঃ মন্দকে ভালো দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করা। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার না করা। কোনো সময় গুনাহ হয়ে গেলে অধিকতর যত্নসহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করা। যার দ্বারা গুনাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এ হলো আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দা-বান্দিদের নয়টি গুণ। যারা এ নয়টি গুণে গুণান্বিত হবে তাদের প্রতিদানের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۔ جَنّٰتُ عَدْنٍ

'তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের সাফল্য।'

আর তা হলো– جَنّٰتُ عَدْنٍ তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে, কখনো তাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করা হবে না। তাদের আরো একটি পুরস্কার হলো– আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। তবে শর্ত হলো– তাদের উপযুক্ত হতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে। আর উপযুক্ততার ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা, ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হবে।

এর পর তাদের আরো একটি পরকালীন সাফল্য হলো–

وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۔ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে– 'সালাম, সালাম– সবরের কারণে (সবর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।) তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালে কতই না উত্তম পরিণাম!'[৫৫]

[৫৫] . তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন অবলম্বনে পৃ: ৭০৩-৭০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

তোমার কণ্ঠ সামলাও

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"হে নবী–পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।"[৫৬]

আলোচ্য আয়াতটিতে যদিও নবী কারীম সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু এর হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল নারীদের জন্য প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতে নারীদের কণ্ঠ সংক্রান্ত বিধানে বলা হয়েছে, 'যদি পরপরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কথা বলার সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও লাজুকতা পরিহার করে কথা বলবে।' অর্থাৎ এমন কোমলতা যা শ্রোতার মনে কোনো আকর্ষণ তৈরি করে। যেমন, এর পরে বলা হয়েছে–

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

অর্থাৎ এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, যাতে ব্যধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নেফাক (কপটতা) বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসা সৃষ্টি হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো লোক খাঁটি মুমিন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে মুনাফিক নয় সত্য, কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান, যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে, প্রকৃতপ্রক্ষে তা কপটতারই শাখাবিশেষ।[৫৭]

---

[৫৬]. সূরা আহযাব, আয়াত: ৩২

[৫৭]. মাযহারী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোচ্য হেদায়াতের সারমর্ম হলো,নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত যাতে কোনো অপরিচিত দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে কোনো কামনা বা লালসার উদ্রেক তো করবেই না; বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। আয়াতে বর্ণিত কথাবার্তাসংশ্লিষ্ট হেদায়াতসমূহ শ্রবণ করার পর নবী পত্নিগণ কেউ যদি কোনো পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন তখন মুখে হাত রেখে বলতেন—যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস রাদি. থেকে বলা এক হাদিসে আছে, নবী কারীম সা. নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীদের অনুমতি ব্যতীত কথাবার্তা বলতে বিশেষভাবে বারণ করছেন।[৫৮]

জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন, "নারীর রূপ ও কণ্ঠ এমন এক জাদুময় বস্তু যা দ্বারা মুহূর্তেই দুর্বল ঈমানদার কোনো মানুষকে কাবু করে ফেলা যায়। বাস্তবেও অনেককে দেখা যায়, চেনা নেই জানা নেই, কোথাকার এক নারীর মধুময় কণ্ঠে পাগল হয়ে যুবকরা অশ্লীল কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে মোবাইলের কারণে আজ তা আরও প্রকট হচ্ছে। কিছু লোক শুধু কণ্ঠের মোহনীয়তায় পাগল হয়ে নারীর ফাঁদে পড়ছে। আর হাল জামানার নারীরাও নিজের দিকে পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য কে কত কোমল কণ্ঠে স্টাইল করে কথা বলতে পারে তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আধুনিক জামানার অনেক আধুনিক ফ্যাশনাররা ফ্যাশন হাউজে, রিসিপশনে কোমল কণ্ঠের নারীদরেকে চাকরি দিচ্ছে যেন মানুষকে কণ্ঠের জাদুতে পাগল করে ফায়দা হাছিল করা যায়। কুরআনে কারীমের এই হেদায়াতের বিধি লঙ্ঘনের কারণে আজ সমাজে কত ধরনের বিপর্যয় যে সৃষ্টি হচ্ছে তা সচেতন মানুষ বলতেই অবগত। আল্লাহ আমাদের মা-বোনদের এহেন গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।" আমিন।

58 . তাবারানী, মাযহারী, সূত্র: তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১০৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

তোমায় তুমি ঢেকে নাও

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলো, 'তারা যেন তাদের জিলবাবে[৫৯]র কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬০]

আলোচ্য আয়াতে নারীদেরকে পর্দার তথা নিজেদেরকে ঢেকে রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুখমণ্ডলসহ সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে– 'হে নারী! যখন বিশেষ কোনো প্রয়োজনে তোমাকে ঘর থেকে বের হতে হয় তখন তুমি লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপর দিক থেকে ঝুলিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।'[৬১]

হাদিস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"নারী লুকিয়ে রাখার জিনিস, ঢেকে রাখার জিনিস, পর্দার অন্তরালে থাকার জিনিস। যখন সে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে (পুরুষকে) ইশারা করে দেখায়। শয়তান তার প্রতি লোকদেরকে আকর্ষিত করে।" হাদিসটি সহীহ।[৬২]

---

[৫৯]. জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে।

[৬০]. সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৯

[৬১]. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১০৯৬-১০৯৭

[৬২]. তিরমিযী, হাদিস: ১১৭৩, সহিহ ইবনে হিব্বান; হাদিস: ৫৫৯৮, ৫৫৯৯, সহিহুল জামে: ৬৬৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ

> "নিশ্চয়ই মহিলারা শয়তানের আকৃতিতে আগমন করে এবং শয়তানের আকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করে।"[৬৩]

শয়তানের আকৃতিতে আগমন ও প্রত্যাবর্তনের অর্থ হলো—মহিলারা যখন সাজ-সজ্জা করে বে-পর্দা হয়ে রাস্তায় বের হয় তখন শয়তান তার পিছু নেয় এবং তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়ে পুরুষকে তার প্রতি ধাবিত করে;এভাবে সে পুরুষকে বিপদে ফেলে দেয়।

হযরত আবু মুসা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِيْ زَانِيَةً

> "নারী যখন আতর, খুশবু মেখে পুরুষদের মজলিসের পাশ দিয়ে যায় (আর সে চায় যে, নিজের সৌন্দর্য তাদের দেখাবে) তখন সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারী।"[৬৪]

সুতরাং প্রত্যেক নারীর উচিত নিজেকে ঢেকে চলা, নিজের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করে চলা যাতে করে কোনো পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তোমার উপর পতিত না হয় এবং ভয়ানক কোনো ঘটনার শিকার হতে না হয়। আজ সমাজে এই বেপর্দাগীর কারণেই ধর্ষণের মতো মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বলব, নারী! তোমায় তুমি ঢেকে নাও। তোমায় তুমি লুকিয়ে নাও। এটা তোমার জন্য মর্যাদার বিষয় এবং তোমার নিজেকে ও নিজের সতীত্বকে রক্ষার বিষয়।

---

[৬৩]. মুসলিম, মেশকাত: ২৬৮

[৬৪]. তিরমিযী, মেশকাত পৃ. ৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

শুনে নাও তোমার পবিত্র জীবনের সুসংবাদ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ

"তোমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে যাবে। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী, কখনও শেষ হবে না। আর ধৈর্য ধরেছে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কাজের প্রতিদানস্বরূপ, যা তারা করত। যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবো। সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শয়তানের ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।"[৬৫]

পবিত্র জীবনের ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি সৎকাজ করে অর্থাৎ যে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক নিজ জীবন পরিচালনা করে এবং তার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান পোষণ করে তাহলে সে ব্যক্তি চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক, তার

[৬৫]. সূরা নাহল, আয়াত: ৯৬-১০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি এই দুনিয়ায়-ই তাকে উত্তম জীবন দান করবেন এবং পরকালে তার আমলের উত্তম বিনিময় দান করবেন। উত্তম জীবন বলতে এমন জীবন বোঝানো হয়েছে যা-তে নানা প্রকার আরাম-আয়েশ বিদ্যমান থাকে।

মুফতি শফী রহ. লেখেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ পরলৌকিক জীবন। তবে প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ী এর অর্থ এই নয় যে, সে কখনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং এর অর্থ হলো মুমিন ব্যক্তি কোনো সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দুটি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক, অল্পে তুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এই বিশ্বাস যে, এই অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা ভিন্ন। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ আত্মহত্যা করে।

আলোচ্য আয়াতের সারকথা হলো, সৎকর্মশীল মুমিন পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও শান্তি সুখের জীবন দান করবেন এবং আখেরাতেও শান্তি সুখের জীবন দান করবেন।[৬৬]

[৬৬] . সূত্র: তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইফাবা অনুবাদ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ১৫৮, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
তুমি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(হে নারীগণ!) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে—মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে লোকদের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।) নামায আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।[৬৭]

এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ ঘরেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে বের হবে না। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত, তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تَبَرُّجْ শব্দের মূল অর্থ প্রকাশ ও প্রদর্শন করা।

এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কে দুটি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত– প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য, ঘরের কাজ সমাধা করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এতেই তারা পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত শরিয়ত–কাম্য আসল পর্দা হলো ঘরের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা। দ্বিতীয়ত, এ কথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাগিদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতেই হয়, তাহলে যেন সৌন্দর্য ও দেহ-সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে।

তাছাড়া আলোচ্য আয়াত দ্বারা নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করা ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। যার মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রথমত, এই আয়াতে وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়; বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ। তবে অতি জরুরি প্রয়োজনে বের হলেও বোরকা বা অন্য কোনোভাবে পর্দা করে বের হতে হবে।[৬৮]

---

৬৭. সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩

৬৮. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১০৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

শুনে রাখো, তুমি যেমন হবে, স্বামীও পাবে তেমন

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ

وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ

اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ

"দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য;
দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য;
সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য
এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।
লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।"[৬৯]

এ আয়াতে সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে—আল্লাহ তা'আলা মানব চরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয়। এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।[৭০]

প্রিয় বোন! স্বামী হিসেবে কেমন পুরুষ তোমার পছন্দ আয়াতের আলোকে নিজেকে আগে যাচাই করে নাও তারপর নিজের পছন্দ মতো স্বামী খোঁজো।

---

৬৯. সূরা নূর, আয়াত: ২৬
৭০. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃষ্ঠা: ৯৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

তুমি তোমার দৃষ্টি নত রাখো আর তোমার সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখো এটাই তোমার সাফল্যের কারণ হবে

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে নবী! ঈমানদার নারীদেরকে বলুন—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বুকের ওপর ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, স্ত্রীলোক, মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অনবগত তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পা না ফেলে।

মুমিন (নারী-পুরুষেরা), তোমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৭১]

---

৭১. সূরা নূর, আয়াত: ৩১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোচ্য আয়াতে নারীদেরকে পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আয়াতের আলোকে এ ব্যাপারে সকল তাফসীরবিদ একমত যে, নারীদের জন্য কোনো পরপুরুষকে কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখা অনুত্তম। আয়াতের ভাষাদৃষ্টে আরও বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম।

আলোচ্য আয়াতে মাহরাম বলে যাদেরকে বোঝানো হয়েছে,তারা হলো–স্বামী, পিতা, দাদা, পরদাদা, শ্বশুর, নিজের সন্তান, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, সহোদর ভাই, দুধ ভাই, ভাতিজা,ভাগিনা প্রমুখ।

সুতরাং এরা ছাড়া নারীকে আর বাকি সকল লোকদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে অর্থাৎ আর কারও সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। (বিস্তারিত পর্দা সম্পর্কিত বই-পুস্তকে দেখুন। সংকলক)[৭২]

[৭২]. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃষ্ঠা ৯৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!
তুমি পুরুষ জাতির জন্য ফেতনার কারণ হয়ো না

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা– নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৭৩]

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্য বস্তুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মানুষের দৃষ্টিতে এসব বস্তুর আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষ্য। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম রমণী ও পরে সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও প্রিয় বস্তু। দেখুন, আলোচ্য আয়াতে পুরুষের জন্য আকর্ষণের এবং প্রবৃত্তির মোহে পড়ে আখেরাতকে ভুলে যাওয়ার প্রধান যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নারীর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা। এবং বলা হয়েছে এর কারণে মানুষ পরকালকে ভুলে যায়।[৭৪]

---

৭৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪

৭৪. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১৬৬-১৬৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাদিস শরীফে এসেছে, হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বলেছেন-

مَاتَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَي الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

'পুরুষদের পক্ষে নারীদের অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস (বা বিষয়) আমি আমার পর আর কিছু রেখে যাচ্ছি না।'[৭৫]

হাদিসে পুরুষদের জন্য সর্বাপেক্ষা বিপদের বিষয় বলা হয়েছে নারীদের। ওলামাগণ এর কারণ নির্ণয় করে এবং গবেষণা করে যে সমস্ত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন তা হলো–

(১) জন্মগত বা সৃষ্টিগত কারণে পুরুষদের হৃদয় বেশিরভাগই নারীদের প্রতি ঝুঁকে থাকা।

(২) পুরুষদের অধিকাংশ তাদের কারণেই হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ে।

(৩) নারীদের কারণেই বেশিরভাগ ঝগড়া-বিবাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়।

(৪) অধিকাংশ মহিলারা পুরুষদের দুনিয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহী করে তোলে। আর এ দুনিয়া-প্রীতিই তো সকল অনর্থের মূল তা সর্বজনবিদিত ও সর্বস্বীকৃত। (অতএব মা-বোনদের উচিত পুরুষের জন্য এমন বিপদের কারণ হওয়া থেকে বেঁচে থাকা।)[৭৬]

হযরত জাবের রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ الْمَرْئَةَ تُقْبِلُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ

'নিশ্চয়ই মহিলারা শয়তানের আকৃতিতে আগমন করে এবং শয়তানের আকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করে।'[৭৭]

শয়তানের আকৃতিতে আগমন ও প্রত্যাবর্তনের অর্থ হলো—মহিলারা যখন সাজ-সজ্জা করে বে-পর্দা হয়ে রাস্তায় বের হয় তখন শয়তান তার পিছু নেয় এবং তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়ে পুরুষকে তার প্রতি ধাবিত করে; এভাবে সে পুরুষকে বিপদে ফেলে দেয়।

---

৭৫. বুখারী, ২:৭৬৩
৭৬. ফয়যুল কালাম
৭৭. মুসলিম: মেশকাত, ২৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হযরত আবু মুসা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً

নারী যখন আতর-খুশবু মেখে পুরুষদের মজলিসের পাশ দিয়ে যায় (আর সে চায় যে, নিজের সৌন্দর্য তাদের দেখাবে) তখন সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারী।[৭৮]

অতএব নারীদের উচিত নিজেকে পরপুরুষের সামনে সাজিয়ে পুরুষের জন্য ফেতনার কারণ না হওয়া এবং পুরুষকে হারাম কামাইয়ে বাধ্য না করা।

---

৭৮. তিরমিযী, মেশকাত পৃ: ৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

দেখো নেককার স্ত্রী ও জান্নাতি নারীর পরিচয়

হযরত আবু উমামা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা আল্লাহর ভয় লাভের পর নেককার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই লাভ করতে পারে না। নেককার স্ত্রীর পরিচয় হলো–

(১) যদি স্বামী তাকে কোনো আদেশ দেয় সে তা পালন করে।

(২) যদি স্বামী তার দিকে তাকায় সে তাকে খুশি করে।

(৩) যদি তাকে লক্ষ করে কোনো শপথ করে, সে তা পুরা করে।

(৪) আর যদি স্বামী তার নিকট থেকে দূরে চলে যায়, সে তার নিজের বিষয়ে ও স্বামীর মালের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে।[৭৯]

ফায়দা: (১) স্বামীর আদেশ যথাযথ পালনকারী হওয়া মহিলা নেককার হওয়ার একটি বড় পরিচয়। তবে তা শরিয়ত অতিক্রম করে নয়। অর্থাৎ স্বামীর ওই আদেশ মেনে নেওয়া উদ্দেশ্য যা শরিয়ত বিরোধী না হয়। শরিয়ত বিরোধী হলে সে ক্ষেত্রে স্বামীর আদেশ মেনে নেওয়া যাবে না।

(২) নেককার মহিলার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, খুশি করে দেওয়া। অর্থাৎ শরিয়তের মধ্যে থেকে এমনভাবে সাজ-সজ্জা করা যাতে স্বামীর নজর পড়লেই সে তাতে প্রীত হয়। এবং উত্তমভাবে সহাস্যে কথাবার্তা বলা।

(৩) কোনো কসম দিলে তা পুরা করা। এর মর্মার্থ হলো—স্বামী-স্ত্রীর থেকে কোনো কাজ হওয়া বা না হওয়ার ওপর কসম খেলে যদি কসমের বিষয় শরিয়তসম্মত হয় তাহলে স্ত্রীর সে অনুযায়ী আমল করে স্বামীর কসম ঠিক রাখা। (ফয়যুল কালাম)

হযরত ছাওবান রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম সম্পদ (অর্থাৎ সবচে লাভের বস্তু) হলো—

(১) আল্লাহর যিকিরের জিহ্বা

(২) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী অন্তর এবং

(৩) ওই মুমিনা স্ত্রী, যে স্বামীকে তার ঈমানের ওপর দৃঢ় রাখে।

---

[৭৯]. ইবনে মাজাহ, মেশকাত, পৃ: ২৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ, নামায, রোযা ইত্যাদির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।[৮০]

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উটে চড়ে এমন (অর্থাৎ আরবের) নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হলো কুরাইশী নারী। কারণ তারা সন্তানের প্রতি ছোটকালে বেশি স্নেহশীলা এবং স্বামীর সম্পদের বেশি রক্ষণাবেক্ষণকারিণী হয়।[৮১]

মূলত হাদিসে উত্তম নারীদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তম নারী তারা- যারা সন্তানদের বেশি স্নেহ করে এবং স্বামীর মালের হেফাজত করে।

---

৮০. আহমাদ, মেশকাত, পৃ: ১৯৮

৮১. বুখারী-২/৭৬০ মেশকাত—২৬৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হে নারী!

শোনো দুনিয়া থেকে জান্নাত দেখা নারীর ঘটনা

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوا امۡرَاَتَ فِرۡعَوۡنَ ۘ اِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ابۡنِ لِیۡ عِنۡدَکَ بَیۡتًا فِی الۡجَنَّۃِ وَ نَجِّنِیۡ مِنۡ فِرۡعَوۡنَ وَ عَمَلِہٖ وَ نَجِّنِیۡ مِنَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِیۡنَ ۙ

'আর যারা ঈমান আনে তাদের জন্য আল্লাহ ফির'আউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন, যখন সে বলেছিল, 'হে আমার রব, আপনার কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফির'আউন ও তার কর্ম হতে নাজাত দিন, আর আমাকে নাজাত দিন যালিম সম্প্রদায় হতে।'[৮২]

শুনুন এই জান্নাত দেখা নারীর ঘটনা

উপরে একটি হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, জান্নাতে যেসব নারীরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। তার সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবে লেখা আছে, যখন মূসা আ. জাদুকরদের মোকাবেলায় সফল হন এবং জাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আসিয়াও মুসলমান হয়ে যান এবং নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ করেন। এই ঘটনাই ফেরাউন রাগে-ক্ষোভে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। সে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়।

কোনো বর্ণনায় লেখা আছে, ফেরাউন তার চার হাত-পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর একটি ভারী পাথর রেখে দেয় যাতে তিনি নড়াচড়া না করতে

[৮২]. সূরা তাহরীম, আয়াত: ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

...ন। এই সময় অত্যন্ত কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে বি...তভাবে আবদার করেন–

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ

'আয় আল্লাহ! আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং সেই ঘর আমাকে দুনিয়াতেই দেখিয়ে দিন এবং আমাকে এই জালেম শাসক ফেরাউন ও তার দলবলের কবল থেকে মুক্তি দান করুন।'

তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে তার জন্য নির্মিত প্রাসাদ দেখিয়ে দেন, তা দেখে বিবি আসিয়া আনন্দে হেসে দেন আর এই অবস্থায়ই তার প্রাণপাখি উড়ে যায়।

এক বর্ণনায় আছে, ফেরাউন তার স্ত্রীকে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে ফেলে শাস্তি দিত শাস্তি দিয়ে ফেরাইন চলে গেলে ফেরেশতাগণ তার উপর ছায়া দিত। আর তখন তিনি জান্নাতে তার জন্য নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পেতেন।[৮৩]

সমাপ্ত

৮৩. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮৯, তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইফাবা অনুবাদ, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ১৯৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আশরাফিয়া বুক হাউস
অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

/ashrafiabookhouse www.ashrafiabookhouse.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জান্নাতকে প্রস্তুত করা হয়েছে খোদাভীরুদের জন্য। জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতসমূহ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নয়। বরং তা নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর খোদাভীরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিষয়টিকে দ্ব্যর্থহীন করে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তায়ালা বলেন, 'আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুরবীচির আবরণ পরিমাণ জুলুমও করা হবে না।'

{সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১২৪}

আশরাফিয়া বুক হাউস
অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং ৬), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
/ashrafiabookhouse www.ashrafiabookhouse.com

Cover•Ferdous Mikdad•01772102830

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com